





# সোজা সাপ্টা চাকুরি

জোট সরকারের পতনের অন্য অনেক কারণের মধ্যে পুলিশ আন্দোলন অবশ্যই অন্যতম। সমীর বর্মণ-রা সেদিন পুলিশ আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। যার ফলে অনেক ভালো কাজ করেও জোট সরকার ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি। ১০৩২৩ নিয়ে বামেদের ভুল কিন্তু মানিক সরকার-কে ২০১৮ বিধানসভা ভোটে মূল্য দিতে হয়েছে। অর্থাৎ একটি সরকারের পতনের জন্য একটি বড় ঘটনা বা বড় ইস্যুই যথেষ্ট। বিশেষ করে পাণ্ডববর্জিত এরাজোর ক্ষেত্রে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, বর্তমান জোট সরকারের ক্ষেত্রেও কি চাকুরি অর্থাৎ সরকারি চাকুরিগুলি আগামীতে সরকারে ফেরা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করতে পারে? একথা তো ঠিক যে, এরাভ্যে শিল্প মানে গল্পের গুরু গাছে চড়া। ফলে শিল্পহীন রাজ্যে বেকারদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে চাকুরি অর্থাৎ সরকারি চাকুরি। আর এটা সবার জানা ছিল যে, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথম হলো রাজনৈতিক সুপারিশ। দ্বিতীয়ত হলো আর্থিক লেন-দেন। বর্তমান সরকার হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেধার কথা বলছেন। আর মেধাকে গুরুত্ব দিতে হলে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক সুপারিশকে সাইড করতেই হবে। মেধা আর অর্থ যদি কাজ করে তাহলে রাজনীতি বা নিম্ন মেধা কাজে আসবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গত চার বছর ধরে যারা মেধা বা টাকার অভাব দেখে শাসক জোটে शामिल হয়েছেন তারা যদি এখন সরকারি চাকুরিতে পিছিয়ে পড়েন তাহলে তারা কেন রাজনীতিতে শাসক জোটকে সমর্থন করবেন? ফলে সরকারি চাকুরিতে সুযোগ না পেলে শাসক বিরোধী মঞ্চে বেকারদের লাইন যে লম্বা হবে তা যেমন সত্য তেমনি সরকার বদলে এদের অংশগ্রহণ বড় কারণ হতে পারে।

<b>মুকেশ<span> </span>!</b>	<b>৫০ টাকা</b>	<b>প্রধানমন্ত্রী</b>
● <b>ছয়ের পাতার পর</b> তিনি পরিবারের সদস্যদেরই নেতৃত্বে দেখতে চাইছেন।এটা ঘটনা, বরাবর নতুন নতুন ক্ষেত্রে পা রাখতে চেয়েছেন মুকেশ। গত জুনেই তাঁর সংস্থা পা রেখেছে পূর্ববর্হবারযোগা শক্তির ক্ষেত্রে। তিন বছরের জন্য ওই খাতে ১০ লক্ষ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন মুকেশ আশ্বানি।	● <b>পাঁচের পাতার পর</b> খাপা। তাঁদের সরকার ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। এরপরই তাঁরা আবেদন, ‘বিজেপিকে এক কৌটি ভোট দিন। আমরা আপনাদের ৭০ টাকায় মদের ব্যবস্থা করে দেব। যদি লতাশংকর মিলে রাখা যায়, তা ৫০ টাকাতেও বেশি তাকে পারে।’ ২০২৪ সালে অজ্ঞপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন।	● <b>পাঁচের পাতার পর</b> ২৪ ঘণ্টায় ফ্রান্সে করোনা আক্রান্ত প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী রিটেনেও।মঙ্গলবার সন্দেশে আক্রান্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৭১ জন। যা সাম্প্রতিক সংক্রমিতের হিসেবে নেয়।জলাইবাড়ির কনিসে ধরে ময় মাত্র ৫২ রানে। বিজয়ী দলের হয়ে শিবা মোঝিফো ওটি এবং সন্নীরা মোঝিফো, রমেন দেববর্মা, রবিকুমার নোয়াতিয়া ২টি করে উইকেট নেয়।

### সন্দেহজনক

● **প্রথম পাতার পর** সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে এসএমএস প্রাপকের ফোন নম্বরই লেখা। সাটিকিফেট যে নাম লেখা সেই নাম নয় এসএমএস প্রাপকের, এমনকী এই অঞ্চলে তেমন নাম খুব প্রচলিতও নয়, তবে থাকতেও পারে। ঠিকানায় শুধু ‘আগরতলা’ লেখা। কোলার এই টেস্ট হয়েছে, কে করেছেন, কিছুই লেখা নেই, ফলে চাইলেও বিষয়টি জানানো সম্ভব নয়। ফলে নেগেটিভ থাকায় বিষয়টি হয়ত তেমন গুরুত্ব পায়নি, যদি পজিটিভ হত, তবে কামেলা হত। যে এসএমএস পেয়েছেন, তার ফোন নম্বরের দায়ে সেই নথি রয়ে যেত। আবার যদি সত্যি কারও টেস্ট হয়ে থাকে, তিনি সেই কগজ পাবেন না, এবং যদি প্যাসেঞ্জারের করা হয়ে থাকে, তবে গোটা উদ্দেশ্যই মার খেল। তবে যে প্রশ্নটি উঠে আসছে, কেভিভি টেস্টের নামে অসাপ্ত কোনও থান্দা হচ্ছে কিনা। এই প্রতিবেদকের কাছেই এসেছে সেই এসএমএস এবং সাটিকিফেট।

### হতাশ বিজেপি টিসিএ নেতা!

● **প্রথম পাতার পর** ভূগছেন। দলে তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে বা নেই, এবং আর্থিক আাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার হতাশা তাকে পেয়ে বসেছে। খরচের বহর যেমন কমিয়ে আনতে পারছেন না ঠাঁটপাট দেখানোর জন্য, তেমন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠভাবে ডিভিডভুত পাচ্ছেন না বলে মনের দুঃখে আছেন, সেই সূত্র দাবি করেছে। নিজের সার্কেলে জয়লাল দাস’র মনের দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে। গুরুদেবের জন্য নির্বেদিত এই প্রশ্ন ক্ষমতার অভাবে আছেন বলেই খবর। সামাজিক মাধ্যমে আগেও তড়িত পেস্ট কয়দীন ধরেই দিচ্ছেন জয়লাল। ২২ ডিসেম্বর লিখেছেন, “আবেগ, গ্রহণযোগ্যতা, নীচা,ব্যক্তিভূ, ইত্যাদির অবলম্বনায় হলে বিষয়টি বেন্দরান।।” তার আগের দিন লিখেছেন, “দুঃখ কেবল পাপেরই ফল তাহা কে বলিল পুণ্যের ও ফল হৈতে পারে কত ধর্মপ্রাণ আজীবন দুঃখে কাটিয়াছেন(সিআইসি)।” জয়লাল দাসকে ফোন করা হয়েছিল, কেন তিনি এইরকম পোস্ট দিয়েছেন জানতে, তাকে পাওয়া যায়নি। প্রতিবারই মতামত জ্ঞানকে মারা বা আত্মহনন কোনওটাই সমর্থন করে না। মুত্য়া কোনও সামান্য নয় বলে মনে করে। সামাজিক মাধ্যমে এই রকম পোস্ট না দিয়ে জয়লাল দাস তার বিষয় নিয়ে উপভুক্ত জয়গায় কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। প্রতিবাদী কলাম মনে করে তিনি আলোনার পথই বেছে নেনেবন, দীর্ঘ জীবন নিয়ে পৃথিবীর আরও অনেক কিছু দেখে যাবেন। জয়লাল দাস শেষ পর্যন্ত পোস্টটি ভুলে নিয়েছেন, অস্তত পাবলিক করা নেই আর।

## বিদ্যুৎস্পর্শে গাছ থেকে ছিটকে মৃত্যু শ্রমিকের

● **আটের পাতার পর** - গাফিলতিরও অভিযোগ উঠেছে বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ নিগমের হাইভোল্টেজের তারটি থাকলেও এতদিন ধরে লক্ষ্য ছিল না নিগম কর্মীদের। এদিন গাছ কাটার কাজ করতে গেলেও বিদ্যুতের সংযোগ বন্ধ করা হয়নি। এই কারণেই মৃত্যু হয়েছে তারসজা যুবককে। এলাকাবাসীরা মৃত যুবকের পরিবারে ক্ষতিপূরণের দাবিও তুলেছেন। ক্ষতি পূরণের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও মতের এক নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন।

### ’২১ সালে কার্যকর!

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছিল, তা নতুন করে এখন প্রচারের আলোয় এনে কার্যকর করার দিকে এগোতে হচ্ছে সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে আগামীদিনে আসৌ এই অন্তিম সরকারি দফতরগুলোে মানা হোকনা, তা দেখার জন্য অনেকেই উৎসুকহয়ে থাকছেন।

### আগরতলায় দুই ঘটনা

● **প্রথম পাতার পর** পৌঁছানেন একটা পঁচিশ মিনিটে। মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েক তিনি আগরতলায় থাকবেন। আগরতলা ছেড়ে দিল্লির দিকে রওন্যা দেনেন সোয়া তিনটা নাগাদ, সেখানে পৌঁছানোর ছয়টা পয়ত্রিশ মিনিটে। ভিআইপি অপারেশনের গ্রুপ ক্যাস্টেন এ পাগেও এই সূচি তারা সরকারকে জানিয়েছেন বুঝাবেন।

### জিবিতে আক্রান্ত খুনি

● **প্রথম পাতার পর** করছে। তবে তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলেই হাসপাতাল সুত্রের খবর। তার পিতা মৃত সঞ্জিত ঋষি দাস। তাদের বাড়িও দুর্গা চৌমুহনি এলাকতেই। তবে দুই বন্ধু প্রায় বেলাগাম অবস্থায় বিশালের কাছে ছুরি এলো কোথা থেকে এবং কি জন্যই বা বিশাল ছুরি রেখেছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আবার কি নিয়েই বা দুই বন্ধুতে কীর্তনের আসরে বামেলো বেঁধেছে। সেখান থেকে মারামারি শুরু হয় এবং বিজয়ের পেটে একেবারে ছুরি মসিয়ে বেশে বিশাল, তাও এক অজ্ঞাত রহস্য।

### রামের ক্লাব কমিটি

● **প্রথম পাতার পর** ল্যোের জনহীন বাড়িতে ঢুকে যায় এবং বাড়িতে ক্লাবের নামে লাইব্রেরির পোস্টার লাগিয়ে দেয়। সেই পোস্টারের পেশ্চনে যে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনও স্বার্থ জড়িত নেই তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার নয়। তবুও এই লুটাকাণ্ডে কিন্তু দারী থেকে গোলা বিজেপি। বিজেপি তার আমলে সেই সব খাফিয়া কিংবা বামেদের দশতক্র ভূত হয়ে যাওয়া যুবদের অসুবিধা কমেয়। নিজ্দের খাড়ে টেনে নিচ্ছেন, যা তাদের নেওয়ার কথা ছিলো না। টিকু কোলের বাড়ি জবরদখল করে বিজেপির লাভ হওয়ার কিছু নেই। লাভ হবে স্থানীয় কিছু লোকের যারা আবার শাসক দলের কল্যাণে বর্লীয়ান হয়ে ক্লাব চালায়। কথা হলো সিপিএমের পাগের ভাগীদার কেন হতে হবে বিজেপিকে? বাস্তব অর্থে বিজেপি কিন্তু সেই ভাগ নিতে চলেছে। যা এখনেই থামানো দরকার রাজা এবং রাজাবাসীর স্বার্থে।

### জিবি সুপারের স্বাক্ষরিত মেমোতে বিভ্রান্তি

● **প্রথম পাতার পর** ‘ডিউটি’ দিতে বলা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ, তথা যেদিন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসবেন, সেদিন জিবিপি হাসপাতালে ডা. তরুণ গুহ, ডা. শামল রায়, ডা. অভিজিৎ রায়, ডা. সন্তোষ রায়, ডা. মণিরঞ্জন দেববর্মা, ডা. বিধান গোস্বামী, ডা. অভিজিৎ দাশগুপ্ত এবং ডা. অনিমেশ দাসকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মেডিক্যাল টিম হিসেবে প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয়েছে ওই মেমোতে। এক্ষে মেমোতে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ ডা. প্রদীপ ভৌমিক, ডা. ফণি সরকার, ডা. ভূপেন শীল সহ ৮ জন ডাক্তার দায়িত্বে থাকবেন। সন্ধ্যাতই এই মেমো নিয়ে হাসপাতাল চমুহে হাসির রোল উঠেছে। এই খবরের পর মেমোটি সংশোধিত হবে, আন্দাজ করা যায়। এক্ষে মেমোতে বলা হয়েছে, জিবিপি হাসপাতালে যেকোনও আপৎকালীন প্রয়োজনে যাতে একটি ওটি ‘রোভি’ রাখা হয়। তাছাড়া মাইফো ব্যালোজি বিভাগের প্রধানকে একই মেমোতে বলা হয়েছে, কিলচার এবং সেনসিটিভি অপারেশন জন্ম যাতে আইসিও প্রস্তুত থাকে।। একটি ভিআইপি কেবিন জিবিপি হাসপাতালে উক্ত নিয়মলোভীরা প্রস্তুত রাখা এবং দুই ইউনিট ‘এবি’ পজিটিভ রক্ত জোগাড় করার কথাও মেমোতে বলা হয়েছে। এই মেমোর প্রতিলিপি জিবিপি হাসপাতালের আরএমও, অধ্যক্ষ সহ পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ও অন্যান্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার সকালেই বুঝাবার স্বাক্ষর হওয়া মেমোটি সংশোধিত হয়ে ফের বেরোবে বলে আন্দাজ করা যায়।

### জিবিতে গেরুয়া কার্যালয়ে

● **প্রথম পাতার পর** হুমকি দিয়েছেন কার্যকর্তারা — এমনটাই খবর। বিজেপি কার্যকর্তারা নাকি এদিন বলছেন, যারা পাঁচ অক্সি ভাঙুর করছে এরা প্রত্যেকেই সিপিএমের লোক। বিজেপির কেউ নয়। বিজেপির কোনও কার্যকর্তা এমনভাবে পাঁচ অক্সি ভাঙতে পারে না। এদিন রাতে উজ্জ এবং ধলাই থেকেও চাকরি বিক্ষোভের খবর পাওয়া গিয়েছে। বঞ্চিত বেকারদের দাবি, এই চাকরি প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে যেন টিএসআর-এ চাকরি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কারণ, গোটা প্রক্রিয়াতেই কেলেঙ্কারি হয়েছে। রাজ্যের গর্ষ টিএসআর-এর চাকরি নিয়েই যদি এমন ঘটিনা হয় তাহলে কেনওভাবেই এই বাহিনী গারের সঙ্গে কাজ করতে পারবে না। বরং কেলেঙ্কারির কল্ম মাথায় নিয়েই এই বাহিনীকে চলতে হবে। পাশাপাশি টিএসআর-র চাকরির এই ষ্কেলেঙ্কারির অভিযোগ দলগতভাবে বিজেপিকে কলঙ্কিত করছে বলে দলীয় কার্যকর্তাদের অভিযোগ। এই ষ্কেলেঙ্কারির অভিযোগের ফলে আগামীদিনে দলকে স্পোরাত দিতে হবে বলেও একাংশ কার্যকর্তার অভিমত। কারণ, টিএসআর-র চাকরিতে যুগ্মের অভিযোগ করছেন সরাসরি দলের কার্যকর্তারাই। বিষয়টি নিয়ে দলকে যে আগামীদিনে দারভায়ে ভুগতে হবে তাও প্রায় পরিকার।

### তৃণমূল

● **তিনের পাতার পর** স্টিয়ারিং কমিটির দুই সদস্য সুমন দে ও উদ্ভম কলই , আমবাসা পূর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাবুল সাহা সহ উদ্ভম গোস্বামী, তমাল বসু, পার্থ চৌধুরী, বিন্দ্যা দেববর্মা প্রমুখরা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , আমবাসা পূর এলাকার পরি কাঠামোগত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান, আমবাসা বাজারে জল নিকাশি কাজের মানোন্নয়ন ইত্যাদি। অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক তৃণমূল নেতাদের দাবি সমুহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তা পূরণের আশ্বাস দেয়। এদিকে মাত্র সাতজন তৃণমূল নেতার প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনকে ঘিরে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি ছিল দেখার মতো।

### দক্ষিণ আফ্রিকা

● **সাতের পাতার পর** পারেননি। নিয়মিত ব্যবধানে উ ইকেট পড়েছে। যার ফলে টিম ইন্ডিয়া গুটিয়ে গিয়েছে ১৭৪ রানে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করেছেন ঋষভ পণ্ড। ওয়ানডে ফরমাটের মতো ৩৪ বলে ৩৪ রান করেন উইকেটকিপার।

### উত্তর তৈখমা

● **সাতের পাতার পর** রবিকুমার নোয়াতিয়া ৩৬, আকাশ দেববর্মা ৩২ এবং রমেন দেববর্মা ৩০ রান করে। জেলাইবাড়ির হয়ে সৃজন রায় এবং আয়ুষ দেবনাথ ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করছে নেমে জেলাইবাড়ির কনিসে ধরে ময় মাত্র ৫২ রানে। বিজয়ী দলের হয়ে শিবা মোঝিফো ওটি এবং সন্নীরা মোঝিফো, রমেন দেববর্মা, রবিকুমার নোয়াতিয়া ২টি করে উইকেট নেয়।

### নেতৃত্বে দীপজয়

● **সাতের পাতার পর** সূত্রধর, বিজয় সেন। এছাড়া ১৪ জন ক্রিকেটরকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রাখা হয়েছে। ক্রিকেটারদের টিডব্লিউ-ও বোন টেস্টের রিপোর্ট এখনও আসেনি। এই টেস্টে যদি কোন ক্রিকেটার বাদ যায় তবে স্ট্যান্ডবাই-র তালিকা থেকে বিকল্প ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হবে। দলের প্রধান কোচ গৌতাম সোম (জর্নির) এবং সহকারী কোচ পীম্যু দেব।

### প্রতিযোগীরা

● **সাতের পাতার পর** দায়িত্ব পালন করেননি। এনিয়ে প্রকাশ্যেই নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ১৬শ্ব কমিটির চেয়ারম্যান তথা উৎসব জেলার সভাপতি পি। সকলের সামনেই সাংগঠনিক সচিবের কাছে জানতে চেয়েছেন, কেন যুব উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের টিফিন দেওয়া হলো না। সাংগঠনিক সচিব বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুপুরে তাদের খেতে দেওয়া হবে। তখন নাকি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান আরও রেগে যান। এত দীর্ঘ সময় প্রতিযোগীরা অভুক্ত রয়েছে এই বিষয়টিই তাকে মর্মাহত করেছে। তার প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারেননি সাংগঠনিক সচিব। প্রসঙ্গত, একদিন আগে পশ্চিম জেলা যুব উৎসবেও প্রতিযোগীদের টিফিন না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। প্রশ্ন, টিফিনের জন্যও তে অর্থ বরাদ্দ থাকে না। তাহলে কেন টিফিন দেওয়া হলো না। ৪৬০ জন প্রতিযোগীকে দীর্ঘ সময় কেন অভুক্ত থাকতে হলো। জেলা সভাপতিতে কোনভাবেই বিষয়টা মেনে নিতে পারেননি। তাই প্রতিবাদে সরব হন।

### অভিযোগ উঠলো

● **সাতের পাতার পর** মেভাবে ক্লাব ক্রিকেটের ক্ষতি করে যাচ্ছে তাতে বিস্মিত প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। টিসিএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুধর্ষ ১৪ বা মহিলা টি-২০ শুরু করে আদতে নাকি ক্লাব ক্রিকেটকে এক প্রকার বন্ধ করে দিতে চাইছে। ক্লাব ক্লাব সচিব বলেন, শুধু জুর্ন ক্রিকেট খেলে, ওগু যে ক্রিকেটের উন্নতি হতো তা নয়। এতে গ্রাম-পাছাড়ের অনেক ছেলে উঠে আসতো এবং অনেক ছেলে ক্লাব ক্রিকেট খেলে ভালো টাল রোজগার করতো। কিন্তু দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় গ্রামের ভালো ভালো ছেলে (ক্রিকেটার) আজ হারিয়ে যাচ্ছে। পাশা পাশি ক্রিকেটকে থিরে ক্লাবে যে উদ্দান্দা তৈরি হতো তা বন্ধ। ওই ক্লাব সচিব বলেন, টিসিএ নিয়ে এতো যে নোংরা রাজনীতি হবে তা চিন্তার মধ্যে ছিল না। তিনি দাবি করেন যে, তিন বছর মোয়াড় বর্তমান কমিটির আমলে ক্লাব ক্রিকেটের পাশাপাশি রাজ্য ক্রিকেটের উপর অন্ধকার নামিয়ে এনেছে।

### তিন লক্ষও ভাগ্য খারাপ

● **প্রথম পাতার পর** চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি, বরং নীরব অবস্থান নিয়েই বিজেপিকে চাকরিজনিত অভিযোগ হজম করতে হচ্ছে। বুধবার গভীর রাত পর্যন্তও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দফতর গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বাতিল করে নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু করার হিম্মত দেখাতে পারেনি। অভিযোগ, এক্ষেত্রে কয়েক কোটির লেন-দেন হয়ে গিয়েছে বলে বিজেপি নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছে না। কারণ, চাকরি বিক্রির টাকা শুধু মণ্ডল পর্যন্ত আর থেমে নেই। এই অর্থ মণ্ডল থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে না নেমে চকম বেয়ে অনেকটা উপরের দিকে উঠেছে। যে কারণে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বিজেপিকে হৌচট খেতে হচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর, এখানে রাজকুমার দেবনাথ চড়িলামের মণ্ডল সভাপতি অভিযোগের কেন্দ্রে আসা মুখ মাত্র। চাকরি বিক্রির সঙ্গে গোটা রাজ্যে জড়িয়ে রয়েছেন এমন আরও বহু রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী। যাদের সঙ্গে সত্যি অর্থে রাজবাড়ির কোনও সম্পর্ক না থাকলেও যারা এই আমলে রাজস্ব করছেন তাদের ঘোষিত পদপদার ২০১৮’র বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে জোট আমলের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে আরেকবার সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তারা বহু আগেই দৃশ্যের বাইরে চলে গিয়েছেন। হঠাৎ নেতাদের কল্যাণে রাজত্বের জাদুদণ্ড এখন হঠাৎ নেতাদের হাতেই। নইলে যিনি কোনওদিন বুথ সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ পাননি, তিনি এখন গোটা প্রদেশ সামলাচ্ছেন প্রবল প্রতাপে। সম্ভব? অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কিংবা নাসারি স্কুলে কোনওদিন পা না রেখে মাঝখানের কোনও ক্লাসের দরজায় টু না মেরে কেউ হঠাৎ করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছেন কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে ডক্টরেট হয়ে গিয়েছেন তা একমাত্র দৃশ্বর পূত্র হলেই সম্ভব। কিন্তু বিজেপিতে সেই বিচিত্র বালকদের এখন ছড়াছড়ি। যে কারণে প্রায়শ্চিত্ত চেয়ে ভোট চাওয়া রাজনীতির পুরানো খেলোয়াড়েরাও এখন শাসক রাজনীতির ময়দান থেকে ‘জন্মা’ হয়ে বিদায় নিয়েছেন। বিচিত্র বালকরাই এখন রাজ্যপাট সামলাচ্ছেন। যাদের প্রতিনিধি রাজকুমার দেবনাথরা। উপমুখমুখী যীক্ষু দেববর্মণ যাকে ধর্মপুত্র বলে আখ্যায়িত করেন। চড়িলামের উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাদিনা, যিনি একাধারে পৃষ্ঠাপ্রমুখ, ওয়ার্ডের সম্পাদিকা এবং মণ্ডল কমিটির ওবসি মোর্চার সম্পাদিকা তার অভিযোগ, বছরখানেক পূর্বে যখন এসপিও তে চাকরি ছাড়া ছিল্ল তখনও তিনি তার ছোট পুত্র কক্ষিৎ দেবনাথকে এই সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। পঞ্চায়েতের তরফে এসপিও র চাকরির তালিকায় কণ্জবিশের নামও ছিলো। কিন্তু চাকরি ছাড়ার কদিন আগেই দলের কোনও এক সূত্র মারফতই সুমিতাদেবী জানতে পারেন, তালিকা থেকে তার পুত্রের নাম কাটা গিয়েছে। চাকরির তালিকায় ঢুকে গেছে অন্য নাম। তখনও নাকি তিনি মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের বাড়ি গিয়েছিলেন। রাজকুমারবাবু তার মণ্ডলের কল্যাণী সুমিতাদেবীর কাছে ঘটনা স্বীকারও করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন সেই সময়ের মতো নাকি এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এসপি’র চাকরি থেকে আরও ভালো চাকরি সুমিতাদেবীর পুত্রকে দিয়ে দেবেন। মনে কষ্ট পেলেও সুমিতাদেবী সেবারের মতো থেমে যান। এবার যখন টিএসআর-র চাকরি নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়, তখনই সুমিতাদেবী ছুটে যান মণ্ডল সভাপতির কাছে। মণ্ডল সভাপতি আশ্বাস দিয়েছিলেন এবার আর অন্যথা হবে না। সুমিতাদেবীর পুত্র চাকরি পাবে। প্রথমে শারীরিক সক্ষমতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুত্রের জন্য আবার গিয়েছেন সুমিতাদেবী। তখনই নাকি রাজকুমার সুমিতাদেবীকে জানিয়েছিলেন, চাকরি পেলে তাদেরকে কি দেনেন তিনি। সুমিতাদেবী যেহেতু বাড়িতে মোরগ পালন করেন সেহেতু দেশি মুরগি দিয়ে খাওয়ানার কথা বলেছিলেন। রাজকুমারবাবু প্রত্যন্তরে কিছু আর বলেননি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুমিতাদেবী আবার ফিরে গিয়েছেন পুত্রের জন্য। এবারই নাকি রাজকুমারবাবু খুল্লামখুল্লা জানিয়ে দিয়েছেন, সুমিতাদেবীর পুত্র চাকরি পাবে, তবে বিনিময়ে তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে। সেই সময় সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ব্রজপুরের কার্যকর্তা গোপাল দেবনাথ। সুমিতাদেবী বুঝে গিয়েছিলেন তিনি কার্যকর্তা হলেও টাকা ছাড়া চাকরি হবে না। তিনি আবার স্থানীয় মা দুর্গা স্বসহায়ক দলের সম্পাদিকা। এই স্বসহায়ক দল থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ নেন তিনি। নিজের গাঁট থেকে পঞ্চাশ হাজার ষোণ করে মোট তিন লক্ষ টাকা গোপাল দেবনাথের বাড়িতে বসে তার হাতেই দিয়েছেন সুমিতাদেবী। সঙ্গে বসেছিলেন মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ। এরপর থেকে নিশ্চিতই ছিলেন সুমিতাদেবী। টাকা যখন দিয়েছেন চাকরি তে হবেই। কিন্তু মঙ্গলবার যখন তালিকা প্রশাশ হয় সেখানে নাম না দেখে মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণ্ডল সভাপতি নাকি বলেছিলেন একটু অপেক্ষা করতে। তিনি জটনক রাজীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, তালিকায় নাম ঢুকবে। দিনভর রাজীববাবুর সঙ্গে কথাবার্তার পরেও তালিকায় আর নাম ঢুকেনি। গোটা দিন বাড়ির উঠানে গড়িয়ে গড়িয়ে কালা করছেন সুমিতাদেবী। তার পুত্রের জন্য চাকরিও গেলো, টাকাও গেলো। স্বসহায়ক দল থেকে এই টাকা ঋণ করে মণ্ডল সভাপতিকে দিয়েছেন তিনি। এখন ঋণের টাকা পরিশোধই বা করবেন কিভাবে। আত্মহত্যা ছাড়া নাকি তার আর গতান্তর নেই। বলছেন, ২০১৮ সাল থেকে যে দলটি তিনি করছেন, এলাকায় যখন বাণ্ডা লাগানোর কেউ ছিলো না, তখন থেকে তিনি এলাকায় সংগঠন বিস্তার করছেন। অথচ তার সঙ্গে যে কাজ হয়েছে এরপর তিনি আর এই দলের দিকে তাকানোর রুচি রাখেন না। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার দাবি, হয় সুমিতাদেবীর ছেলেকে চাকরি দি়ন, না হলে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিন।

## শিক্ষকের স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - দায়ী করেননি। পরিকল্পারভাবে বলে গেছেন শারীরিক সমস্যার কারণেই তিনি নিজের ইচ্ছায় মারা গেছেন। তাকে কেউ মারা যাওয়ার জন্য চাপ দেননি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

## সদরের অতিরিক্ত শাসক পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী

● **তিনের পাতার পর** পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন ইন্দুরেশ রিস্ক মিনিস্ট্রি,ইত্যাদি। সামান্য একটু প্রশ্ন করলেই এইসব যে জাল তা বোঝা যায়। সেই মিনিস্ট্রি’র ঠিকানা কী জিঞ্জসা করলেই কোনও জবাব পাওয়া যান না, বড়জোর ‘দিল্লি’ পর্যন্ত বঝতে শোনা যায়। তাছাড়া আছে, ফোন বলা হবে, অমুক রাজ্যে ক্রিমিনাল কেন্স দায়ব হয়েছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখলে, তা বোঝাপড়ায় শেষ হয়ে যাবে। ‘আইপিএস আোসেসিয়েশন অব ইন্ডিয়া ইয়ং অ্যাসোসিও’-এ বদলা করার জন্য ৩০ লাখ টাকা দেওয়া ছেছে,ইত্যাদিও আছে। ই-মেলে ইউকে রয়্যাল লটারি, আরবিআই অ্যাক্সেস মানি রিটার্ন, অমুক মারা গেছে তার উইলের সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুযোগ ইত্যাদি এখনও ললছে, তবে এসব পুরানো অনেকটাই, কেউ বিশেষ এখন আর খাবা দেন না। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিস্টার্ড পোস্টে ভারত সরকারের নামে চাকরির ভুয়া অফার পাঠিয়ে ট্রেনিংর জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে, এসবও আছে। ঘটনাচক্রে কয়েক যখন কোনও কারণে কোথাও কেওয়াইসি’র জন্য কাগজপত্র জমা দিচ্ছেন, তখনই এই রকম মেসেজ আসা বেড়ে যায়। ত্রিপুরা পুলিশ এইসব ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করছে পারেনি এখনও, বড় কোনও সাফল্য নেই। এটিএম হারিকি কাণ্ডও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কয়েকজনকে ধরলে, তাদের তারা রিমান্ডে পেয়েছিল, তাদেরও একজন পালিয়ে গেছে, একেবারে পগারপার, এখনও অধরা। ত্রিপুরা পুলিশকে এটিএম-রক জাতীয় বিষয়ে যে ফোন থেকে ফোন করা হয়, উল্টে করলে তা ধরেন, সেসব নম্বর দিয়ে লিখিতভাবে জানিয়েও, পুলিশ সাধারণভাবেই অভিযোগকারীর মাথো যোগাযোগ করে সামান্য প্রশ্নেরও নিষ্পিন্দ করেনি, কাউকে ধরবে দূরে থাক। ই-মেলে আরবিআই’র নামে লটারির বিষয়ে যে অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে বলা হয়, তেমন একাধিক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ফোন নম্বর জানিয়ে ই-মেলে পুলিশকে জানানো, সেই ই-মেলের জবাবও পাওয়া যায়নি। ফেসবুকে কম্পািৎ ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম যে ‘পরামর্শ দেয়’ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো অথবা জার্নাল-ভর্তি দুর্বোধ্য উপদেষ্টা। কখনই স্থানীয় ভাষায় দেন না, মেসেজ করলে কোনও জবাব আসে না। সাম্প্রতিক বিষয় যেমন ‘কৌন বনেগা’, ইত্যাদি জাতীয় জালিয়াতি নিয়ে কিছু বলা নেই। আর যা আছে সব সামাজিক মাধ্যম নির্ভর, সাধারণভাবে সচেতন কর্মসূচিও কিছু নেই।

## খিনারে ৩ যুবকের মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - শুরু হয় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে। রাত থেকে কয়েকজনের একটানা বমি হতে থাকে। এবং এই অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ২৮ ডিসেম্বর মোট ১০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় বিরাশি মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ততক্ষণে এদের কয়েকজনের জন্য বেশ দেরি হয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ১০ জনকেই রেফার করে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্সে তাদের নিয়ে রওয়ানা হওয়া মাত্রই প্রাণ হারায় শচীন্দ্র রিয়াং। তার নিখর দেহ পুনরায় বিরাশি মাইল হাসপাতালে রেখে নয় জনকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে প্রায় পাঁচ কিলো এগিয়ে মাহুলি এলাকায় পৌঁছালে পর তার প্রাণ হারায় আরো দুইজন। যথাক্রমে অধিরাম রিয়াং এবং ববিরাম রিয়াং। ফলে অ্যাম্বুলেন্স পুনরায় বিরাশি মাইল হাসপাতালে ফিরে যায়। এবং এই দুইটি মৃতদেহও সেখানে রেখে বাকি ৭জনকে ধলাই জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ৪ জন বিয়মুজ্ঞ। এবং তিনজনের অবস্থা এখনও সংকটাপন্ন। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিরাশি মাইল হাসপাতাল এবং হাজারধন পাড়ায় ছুটে যায় মনুহাট থানার পুলিশ। গ্রহণ করে অস্ত্রাধিক মুদুর একটি মামলা যার নম্বর ১১ / ২০২১ মনুহাট থানা। সাবইন্সপেক্টর উত্তম পাল মামলার তদক্ষরী অফিসার হিসেবে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকাজুড়ে তৈরী হয়েছে শোকের আবহ। এখন প্রশ্ন হল মিনালেনে স্পিরিট তারা নিজেরাই খেয়েছে নাকি কেউ মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে খাইয়েছে এই দিকটা খুঁজে দেখছে পুলিশ।

## দুই বিদেশির সৌজন্যে শেষ চারে ফরোয়ার্ড

● **সাতের পাতার পর** - এককথায় খুব খাপা খাপ গোলকিপিং করলো। বাকিদের সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। তবে প্রবীণ সুব্বা এবং ধনরাজ তামাং এই দুই ফুটবলার বেশ চেষ্টা করলো। বিশেষ করে প্রবীণ সুব্বা-র মধ্য খেলা তৈরি করার একটা প্রবণতা রয়েছে। লিগের আগে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে পারলে খুব খাপা ফল করবে না রামকৃষ্ণ ক্লাবও। প্রথম দিকে দুই দল পরস্পরকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরই মাঝে অতর্কিতে গোল হজম করে বসে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ম্যাচের ১৪ মিনিটে গোলাটি করে বিকাশ ত্রিপুরা। যদিও এই গোলাটি মানতে পারেনি ফরোয়ার্ড ক্লাব। কয়েক মিনিটের জন্য মাঠে উত্তেজনাও দেখা দেয়। এরপর খেলা শুরু হওয়ার পর মরিয়া হয়ে আক্রমণে বাঁপালো ফরোয়ার্ড ক্লাব। ২১ মিনিটে ভিক্টর আর্মেজিও ভানদিক দিয়ে বস্তু ঢুকে দুর্ধ্ব কোণ থেকে চমৎকারভাবে বল জালে জড়ায়। ২৫ মিনিটে আর্বনহরি-র কাছ থেকে বল পেয়ে গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিল ভিদাল। তবে রামকৃষ্ণ-র গোলকিপার রাজু গোল রুখে দিতে সক্ষম। ৩৯ মিনিটে ফের গোল করার সুযোগ পেয়েছিল ভিদাল। একটি উঁচু বল রামকৃষ্ণ-র সীমানায় নিজের দক্ষতায় এনে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করেও ঠিকভাবে শট দিয়েছেন। শটটা নিতে পারলে নিশ্চিত আরও একটি গোল পেয়ে যেতো ফরোয়ার্ড ক্লাব। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ মিনিটে ফরোয়ার্ড-কে এগিয়ে দেয় জাতেভ ডার্লং। যদিও এই গোলাটি নিয়েও সশরয় রয়েছে। রেফারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গোলাটি জাতেভ ডার্লং-র কাঁচ। তবে মাঠে উপস্থিত দর্শকদের মনে হয়েছে, এই গোলাটি আসলে আত্মঘাতী। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ফরোয়ার্ড ক্লাব আরও আক্রমণাত্মক হয়। অপরদিকে, রামকৃষ্ণও প্রতি আক্রমণে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বারো পিছন্দনক অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ২৮ মিনিটে আমির লামা-র অসাধারণ ফ্রি কিক রুখে দেয় গোলকিপার অমিত জমতিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের ২৬ মিনিটে চার্লসে তারে গোলাটি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিশেষ ফুটবলার ভিদাল চিসানো। এই গোলাটি তার জাত চিনিয়ে দিলো। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি টিম্ভু দে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ডক্ট্রদল জমতিয়া এবং ধনরাজ তামাং-কে হুন্দু কার্ড দেখিয়েছেন।

### শ্রমিকের মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - করানো হচ্ছিল। সেই মেশিন বসানো নিয়েও এলাকাবাসী অসম্মত। তাদের কথা অনুযায়ী মেশিনের বিকট আওয়াজে এলাকাবাসী নাড়াহাল হয়ে পড়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ভাটার মালিকও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখা গেছে। অভিযোগ, ভাতার কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষিত। সেই কারণেই এই ধরনের ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয়েছে শ্রমিক সীতেশ বীরকে।

### কাটা পড়ে মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - ধর্মনগর, মিজোরাম,ধলাই ও গোমতী ইত্যাদি কলম দিয়ে লেখা রয়েছে। তবে কি সে মানসিক ভারসাম্য











# শিশুদের সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। আমাদের সমাজ, রাজ্য, দেশ থেকে বড় কিছু নেই। আমরা এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যেভাবে চাইব সমাজ সেভাবেই গড়ে উঠবে। আমাদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি

একাডেমি এবং রঙ্গন নৃত্য একাডেমি আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা তরঙ্গ-এর উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। বুধবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রশস্ত বারান্দায় তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, ইজেকুসিপির সদস্য সুরত চক্রবর্তী, রাজ্যের প্রথিতযশা শিল্পী অপরেশ পাল এবং সখিমিত্রা নন্দী। এই চিত্র প্রদর্শনী চলবে আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। অতিথিগণ চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। তরঙ্গ



বিকশিত না হলে এই সমাজ, রাজ্য এবং আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবেনা। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে নৃত্য সংস্থা রিদম স্টার

সুশান্ত চৌধুরী চিত্র শিল্পী সুমন ভট্টাচার্য্যর একক চিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। পাঁচদিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীতে শিল্পীর জল রঙ-এ আঁকা ১৫০ টি ছবি রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূরপারিষদ মিঠুন দাস বৈষ্ণব, তথ্য

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলতে হবে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

## হঠাৎ গাঁজা ধ্বংসের ধুম পড়েছে পুলিশে

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, অমরপুর / নতুনবাজার / উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে গাঁজা বিরোধী অভিযান জারি রেখেছে পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অন্তর্গত এমন কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখানে গাঁজার মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। পুলিশের কাছে এ বিষয়ে খবরা-খবর থাকলেও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহন করছে না বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। আবারো গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামল পুলিশ। বুধবার পৃথক দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা বাগান ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন উদয়পুর মহকুমা পুলিশ অধিকারিক ধ্রুব নাথের নেতৃত্বে কিম্বা থানার অন্তর্গত দারকথাং ও তিনগড়িয়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। দারকথাং এলাকার একটি গাঁজা বাগানে ৩০০০ গাছ এবং তিন গড়িয়া এলাকায় দুটি গাঁজা বাগান থেকে ৭০০০ গাছ কেটে ধ্বংস করে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে পারলেও কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। অন্যদিকে নতুনবাজার থানার অন্তর্গত রায়পদপাড়া ● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

## ২০২২'র ডিসেম্বরে নির্বাচন ঘোষণার সম্ভাবনা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। এমনি সম্ভাবনার কথা জানানলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা এডিসির প্রাক্তন সিইএম রাধাচরণ দেববর্মী। তার কথা অনুযায়ী যেহেতু ২০১৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছিল, সেই সময়কে ধরলে ২০২২ সালের ডিসেম্বরেই রাজ্যের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। তবে রাজ্যের পরিস্থিতি যদি নির্বাচনের অনুকূলে থাকে তবেই তা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তিনি। ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মী। সোনামুড়া সিপিআইএম মহকুমা অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এদিনের সভায় সোনামুড়া ও ভিলেজ এলাকা থেকে কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।



সেই সময়কার লড়াই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে রাধাচরণ বাবু বলেন, সুদীর্ঘ রাজাদের রাজ্য শাসনে প্রজাদের রক্ত, ঘামের ফলানো ফসল নিংড়ে নিয়ে সমস্ত রাজ সুখ ভোগ করে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার শেষ ছিল না। এমন অবস্থায় জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার চেতনার আলো ছড়িয়ে দিতে গঠিত হয় জনশিক্ষা

## রাজ্যে সন্ত্রাস কায়েম হয়েছে সর্বত্র : জিতেন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। গোটা রাজ্যে সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছে বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এই জনবিরোধী সরকার। এর জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে। বুধবার চাকমাঘাটে গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় এই কথাগুলি বলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। এদিন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে চাকমাঘাটস্থিত ব্যারেজ প্রাঙ্গণে ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে জিতেন চৌধুরী বলেন, পাহাড়-সমতল সব জায়গার মানুষ হতাশ। সকলেই

ভেবেছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেল এর উল্টো। এখন মানুষের কাজ-খান্যের অভাব।



পাহাড়বাসী আরো বেশি দুর্দশায় রয়েছে। তাঁদের কথাটুকু শোনার পর্যন্ত কেউ নেই। আর নির্বাচনের পূর্বে বহু নেতাকে পাহাড় থেকে

সমতল সকল জায়গা চষে বেড়াতে দেখা গেছে। আর এখন তাদের পাজা নেই। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার এমনিতেই প্রতিশ্রুতি

আগামীদিনের জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বলেও দাবি করেন জিতেন চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার স্কুল - কলেজ ও লি কেসের কারিকর করে দিচ্ছে। তার তীর প্রতিবাদ জানান তিনি। এছাড়াও এই জনসভায় ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক মণীন্দ্র চন্দ্র দাস, সিপিআইএম থোয়াই জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ নাথ সহ অন্যান্যরা। তবে এদিনের জনসভায় জনসমাগম ছিল নগণ্য।

## গরম পিচে আহত শ্রমিক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ ডিসেম্বর।। বুধবার বিকেল ৪টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্গত মোহনপুর মলয়া এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন শ্রমিক দেবাশিস মুন্ডা (৩০)। তার বাড়ি সোনারায় গ্রামে। শ্রমিকরা ওই গ্রামে রাস্তা কাপেটিং-এর কাজ করছিলেন। তখনই গরম পিচ ছিটকে পড়ে দেবাশিস মুন্ডার শরীরে। অন্য শ্রমিকরা তড়িৎদ্বি তাকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, মোহনপুর মলয়া এলাকার রাস্তায় এই ঘটনা।

## গভীর রাতে ভস্মীভূত বসতঘর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৯ ডিসেম্বর।। গভীর রাতে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় বসতঘর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার গভীর রাতে আতঙ্ক ছড়ায় সাব্রুম বিজয়নগর এলাকায়। জনৈক বিপ্লব মজুমদারের বাড়িতে রাত অনুমানিক পৌনে তিনটা নাগাদ আগুন লাগে। ঘর থেকে তারা কিছুই বের করতে পারেননি। যার ফলে জরুরি নথিগত, স্বর্ণালঙ্কার,



নগদ অর্থ, বাইক সবকিছুই ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে অগ্নির জন্য পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরগুলি রক্ষা পায়। কিভাবে ওই বাড়িতে আগুন লেগেছে তা এখনও সবার কাছে রহস্য হয়ে আছে। রাতে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের সাথে এলাকাবাসীও সাহায্য করেন আগুন নেভানোর কাজে। তা সত্ত্বেও বিপ্লব মজুমদারের ঘরের কোনো কিছুই রক্ষা করা যায়নি। আশপাশের লোকজন বিধ্বংসী আগুন দেখে চিংকার চোঁচামেচি করে ছুটে আসেন। কারণ তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিপ্লব মজুমদারের ঘরের আগুন অগ্নয় ছড়িয়ে পড়ে কিনা। এই ঘটনায় পরিবারটি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

## ৫০ টাকা

অমরাবতী, ২৯ ডিসেম্বর।। সুরাপ্রেমীদের জন্য খুশির খবর নিয়ে এলেন অভ্যুদ্রদেশ বিজেপি সভাপতি সোমু বীররাজু। আপনারা ভোট দিন, আমরা সন্তান মদ দেব। এক জনসভায় কার্যত এমনই বিচিত্র প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, গেরুয়া শিবির যদি এক কোটি ভোট পায়, তাহলে মদ মিলবে ৭০ টাকা। এখানেই শেষ নয়। তেমন হলে ৫০ টাকাও হতে পারে মদের দাম। এই প্রতিশ্রুতিকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গেছে। মঙ্গলবার এক জনসভায় সোমু বীররাজু রাজ্যের জগন্মোহন রেজি সরকারকে বিধে অভিযোগ করেন, এই মুহূর্তে মদের বোতলের দাম ২০০ টাকা। অথচ মদের মান অত্যন্ত

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

ICA-C-3172-21

Procurement of Goods under RFQ/Shopping Procedures

E-Procurement Notice  
(One-Envelope with e-Procurement Bidding Process)

**Purchaser** : The Executive Engineer, Resource Division, Government of Tripura, Panchamukh, Agartala, Tripura-799003, India

**Contract title** : Automated Water Quality Sonde for SW monitoring/S.H. Supplying, testing in/c pertaining training etc.

**RFQ No** : NHP-2020-2021-TR-290992

The Executive Engineer"Resource Division, Public Works Department (Water Resources), Government of Tripura, Panchamukh, Agartala, Tripura-799003, India invites quotations electronically from eligible bidders for the following goods--

Sl. No.	Brief Description of the Goods	Specifications
1.	Portable Multi Parameter Water Quality Sonde	Supply and testing of <b>Portable Multiparameter Water Quality Sonde</b> along with all accessories and required attachments, complete as per the technical specifications including 3 year warranty.

The Bidders shall submit Quotations for all items together. The e-Procurement notice including the terms and conditions etc. can be downloaded free of cost by logging on to the website <https://tripuratenders.gov.in> Quotations document is available online on <https://tripuratenders.gov.in> for free of cost

(a) Price of bidding document : Nil

(b) Date and time of availability of bidding document from website : 28-12-2021 : 16.00 hours

(c) Start Date and time for downloading bidding document : 28-12-2021 : 16.00 hours

(d) Last date and time for downloading bidding document : 12-01-2022 : 15.00 hours

(e) Date and time of start of bid clarification : 29-12-2021 : 14.00 hours

(f) Date and time of close of bid clarification : 04-01-2022 : 15.00 hours

(g) Date and time of pre-bid meeting : Nil

(h) Date and time of commencement of online submission of bids : 07-01-2022 :11.00 hours

(i) Last date and time for online submission of bids : 12-01-2022 : 15.00 hours

(j) Date and time of opening of bids : 12-01-2022 : 15.30 hours

ICA-C-3158-21

Sd/- Illegible  
Executive Engineer  
Resource Division, Panchamukh, Agartala, Tripura

## জঙ্গল ছেড়ে বাড়িঘরে গাঁজা চাষ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে গাঁজা চাষের রমরমা বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। খাস জমি বাদ দিয়ে এবার জোত জমিতে অবৈধভাবে রমরমা গাঁজার চাষ শুরু



করেছে। যা পুলিশেরও অজানার কথা নয়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীদের ঘুরে রেখে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন অনেক কৃষক রয়েছে যারা নিজস্বের জমিতে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করছেন বলে খবর এলাকা সূত্রে। এই অবৈধ গাঁজা চাষের ব্যাপারটি তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুদের এবং গোয়েন্দা শাখার কর্মীদেরও অজানার কথা নয়। তবে কি পুলিশের জ্ঞাতসারেই অবৈধভাবে গাঁজা চাষে লিপ্ত হচ্ছে? এমনটাই প্রশ্ন থেকে গেল। আর এমন অবস্থা হলে নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করা কতটা সম্ভব (!)

## বিদেশ সফর স্থগিত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। যার জেরে এবার ২০২২ সালের প্রথম বিশেষ সফর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহী যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। সাউথ রুক সূত্রে এর খবর, আগামী ৬ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু যেভাবে বিশ্বজুড়ে করোনার নয়া স্ট্রেনের দাপট বাড়ছে তাতে উদ্দিগ্ন বিশেষজ্ঞরা। সেকারণে আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে মোদির বিশেষ সফর। পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু দিকে আমিরশাহী সফরে যেতে পারেন মোদি। প্রসঙ্গত, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর প্রায় ২ বছর বিদেশযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার পর কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন মোদি। কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বেই ভ্রাস সঞ্চার করেছে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। আমেরিকা, ব্রিটেনের পর মারাত্মক পরিস্থিতি হ্রাসেও মাত্র এক মাসের মধ্যেই ওমিক্রনের দাপটে বিস্মিত গবেষকরা। বহু দেশেই হাঁটছে লকডাউনের পথে।

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

## বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, আটকলরি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষকরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নদী থেকে অবৈধভাবে মেশিনের সাহায্যে বালি তুলে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকদের ক্ষতির সম্মুখে তেলে

জন্ম বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেখান থেকে এক সপ্তাহ ধরে বালি বিক্রি করলেও স্থানীয় এলাকাবাসীরা প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। অবশেষে বন দফতর আধিকারিকরা গতকাল মাফিয়াদের সাবধান করে দিয়ে



গিয়েছিল কিন্তু তারপরেও বালি মাফিয়ারা বন দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশকে বৃদ্ধাদৃষ্ট দেখিয়ে বুধবার ভোর বেলা থেকেই অব্যাহত বালি তোলা এবং বালি বিক্রি শুরু করে দেয়।

পরবর্তীতে গোপন খবরের ভিত্তিতে বন দফতরের আধিকারিকরা রেল ব্রিজের পাশে ছুটে গিয়ে বালি বোঝাই টিআর ০৭-১৭৬৩ নম্বরের একটি চার চাকার গাড়ি-সহ এক বালি শ্রমিককে আটক করতে সক্ষম হয়।

বন দফতরের আধিকারিকদের এই ধরনের ভূমিকায় বিশেষ করে ওই এলাকার নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষকরা অত্যন্ত খুশি। বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানা যায়।

NIT NO: e-PT-61/EE/RDAD/2021-22 Dt. 27/12/2021	
The Executive Engineer, RD Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 7 from eligible bidders upto to 3.00 P.M. of 12/01/2022 for 3 (three) nos DNITs related with RCC Foot Bridge Construction works and 2 (two) nos DNITs related with other constructions (building). For details, visit website <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.	
Sd/- Illegible Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala	ICA-C-3170-21

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION	
The sealed quotation are invited by the Director of Health Services, Govt. of Tripura, Agartala from the resourceful experienced reliable and bonafied renowned licensee holder of resourceful experienced valid licence holder for General Articals for the use of Khowai Dist. Hospital, Khowai Tripura and OT Equipments for Belonia Sub Divisional Hospital.	
The sealed Quotation will be received at the Office of the undersigned up to 04.00 p.m. of 08-01-2022.	
The Quotation documents with terms and conditions also may be down loaded from <a href="http://www.health.tripura.govt.in">www.health.tripura.govt.in</a> .	
ICA-C-3164-21	
Sd/- Illegible Director of Health Services Govt. of Tripura, Agartala.	



## জানা অজানা

## কোভিডের নতুন ওষুধ

কোভিড অতিমারির সম্ভাব্য চতুর্থ ঢেউয়ের প্রাক্কালে বিজ্ঞানীরা আশার আলো দেখানেন আবার। সংক্রমণের দুই বছর পর কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের দেখা পেল বিশ্ববাসী। এর আগে ফ্ল্যাপিরাভির, রেমডেসিভিরসহ বেশ কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহৃত হয়েছে কোভিডের সংক্রমণে।

হাইড্রোক্লোরোকুইন (অ্যান্টিম্যালেরিয়া) ও আইভারমেকটিন নিয়ে ট্রায়াল বার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে আগেই। কেবল রেমডেসিভির ছাড়া আর কোনও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ তেমন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু রেমডেসিভির যেমন উচ্চমূল্য, তেমনি এর আরেকটি সমস্যা হলো, এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে দিতে হয় বলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাই গুরু থেকেই মুখে খাবার ও সহজে ক্রয়যোগ্য একটি কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের জন্য বিজ্ঞানীরা প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে ৪ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রা বিশ্বে প্রথম



দেশ হিসেবে মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল মলনুপিরাবির অনুমোদন দেয় কোভিড সংক্রমণে ব্যবহারের জন্য। মলনুপিরাবির নিয়ে গবেষণার শুরু কিন্তু কোভিডের অনেক আগে থেকেই। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বেশ আগে থেকে এই অ্যান্টিভাইরালের ট্রায়াল শুরু করেছিলেন ভেনিজুয়েলান একেফালাইটিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালে সার্স ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ট্রায়াল যুক্ত হয় এর সঙ্গে। মার্স ভাইরাসের বিরুদ্ধেও এর ট্রায়াল চলছিল। কোভিড আসার পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। শুরু হয় করোনা ভাইরাসের বিপরীতে এর কার্যকারিতার গবেষণা। অবশেষে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সংক্রমণের শুরুতে মলনুপিরাবিরের ব্যবহার কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বা জটিল হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক কমিয়ে দিতে পারে। ওষুধটি বাজারে এনেছে মার্ক কোম্পানি।

এর এক দিন পরই যুক্তরাজ্যের ফাইজার ঘোষণা দেয় যে তাদের আবিষ্কৃত প্যাক্সলোভিড ওষুধটি কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তির হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি ৮৯ শতাংশ কমাতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে এই দুটি নতুন ওষুধের আবির্ভাব আমাদের জন্য সুসংবাদ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনা ভ্যাকসিন ও কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের সহজলভ্যতা অচিরেই এই অতিমারির সমাপ্তি ঘোষণা করতে সক্ষম হবে। এখন দেখা যাক, কীভাবে কাজ করে এই দুটি ওষুধ আর কতটাই—বা নিরাপদ।

মলনুপিরাবির কাজ করে ভাইরাল জেনোমের মিউটেশন ঘটিয়ে। ওষুধটি সেবনের পর এর একটি মোটাবল্গাট বা উৎপাদিত বিপাক বর্জ্য রেমডেসিভিরের মুখে ভিগেনেডেট আরএনএ পলিমারেজ দ্বারা গৃহীত হয়। তারপর ভাইরাল জেনোমের মধ্যে প্রবেশ করে আর মিউটেশন ঘটিয়ে এত বেশি ‘এরর’ সৃষ্টি করতে থাকে যে ভাইরাসটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

মলনুপিরাবির মোট পাঁচ দিনের কোর্সে গ্রহণ করতে হয়। আবিষ্কারকরা বলছেন, যেহেতু মানুষের কোষ ডিএনএ ধারণ করে, আরএনএ নয়, তাই এটি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কিছু বিজ্ঞানী দাবি করছেন, মলনুপিরাবিরের প্রয়োগ মানবদেহের কোষের ডিএনএ মিউটেশন ঘটাতে পারে। তাই কেবল সঠিক প্রয়োগেই এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত আর গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যদিকে প্যাক্সলোভিড কাজ করে ভাইরাল প্রোটিনের ওপর। ভাইরাসের কিছু প্রোটিন চূড়ান্ত কার্যকারিতার পথে প্রসেস করার সময় যে এনজাইম ব্যবহার করে, সেই এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এই ওষুধ। ফলে ভাইরাস তার কার্যক্ষমতা হারায়। তবে ওষুধটি যাতে যকৃততে ভেঙে না যায়, সে জন্য এর সঙ্গে আরেকটি অ্যান্টিভাইরাল রিটেনাভিরের দরকার পড়বে। দুটি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের এই কম্বিনেশন মানবদেহের জন্য কতটা সহনীয় হবে, তা নিয়ে



সন্দেহ প্রকাশ করছেন কেউ কেউ। মার্ক দাবি করছে, মলনুপিরাবির ডেলটা, বিটা ভারিয়েন্টসহ বর্তমান সব ধরনের কোভিড ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে যেহেতু এটি ভাইরাসের জিনোম পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম, সেহেতু এর ব্যবহারে ভবিষ্যতে আরও নতুন ভারিয়েন্টের উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। ব্যাপক ব্যবহারের পর ওষুধ দুটির অ্যান্টিভাইরাল রেজিস্ট্যান্স (ভাইরাসের দেহে অকার্যকর) আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ওষুধ দুটির অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক ব্যবহার নিয়েও শঙ্কিত বিজ্ঞানীরা। ভাইরাস সংক্রমণের একেবারে শুরুর দিকে, যখন শরীরে ভাইরাস রেন্নিকেশন করে, তখনই এটি প্রয়োগ করলে সর্বাধিক কার্যকর হবে। তাই দ্রুত কোভিড টেস্ট করে রোগ শনাক্ত না করতে পারলে কোনো লাভ হবে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশে, আক্রান্তদের কোভিড টেস্ট করতে অনেক দেরি হয়ে যায়, যখন হয়তো ওষুধ দিয়ে আর কার্যক্ষিত লাভ হবে না। আবার অনেক দেশে সাধারণ ফ্লু বা জ্বর—কাশিতেও ওষুধের অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে। এরই মধ্যে উন্নত দেশগুলো বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিভাইরাল অর্ডার করতে শুরু করেছে, ফলে কোভিড ভ্যাকসিনের মতো এখানেও বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে। আগেও দেখা গেছে, মানুষ আতঙ্কে ওষুধ কিনে জমিয়ে রাখতে পারে বা নিজেরাই উপসর্গ দেখে শুরু করে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত অ্যান্টিভাইরাল রেজিস্ট্যান্স দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। কোভিড ট্রায়ালে অপেক্ষা করে আছে আরও কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ। রেমডেসিভিরের মুখে খাওয়ার ওষুধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের ট্রায়ালে আছে আরও কিছু ওষুধ। ঠিক কবে কীভাবে এই অতিমারি শেষ হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞান বসে নেই।

## ঝাড়খণ্ডে লিটারে ২৫ টাকা ছাড় পেট্রোলে

রাঁচি, ২৯ ডিসেম্বর।। ঝাড়খণ্ড সরকার এবার এক বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। পেট্রোলের জন্য প্রতি লিটারে ২৫ টাকা ছাড়। তবে, এ সুযোগ সবাই পাবেন না। শুধুমাত্র দুই চাকার জন্যই এই ছাড়। যীরা মোটরসাইকেল ও স্কুটার চালান তাঁদের এই জ্বালানি ছাড় দেবে রাজ্য সরকার। বৃধবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এহেন ঘোষণা করলেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানান, ২৬ জানুয়ারি থেকে এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন বাইক চালকরা। এমনটাই টুইট করে জানানেন তিনি। তিনি বলেন, গত কয়েক মাসে নজিরবিহীনভাবে বেড়ে ছে জ্বালানির দাম। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে রাজ্যের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণ। ঝাড়খণ্ডে দেখতে দেখতে ২ বছর কাটিয়ে ফেললো হেমন্ত সোরেনের সরকার। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জ্বালানি খুচরা বিক্রেতাদের সর্বশেষ মূল্য বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেন্দ্র সর্বকালের রেকর্ড উচ্চ থেকে খুচরা পাম্পের দাম কমাতে সবোচ্ছি



আবগারি শুষ্ক কাট প্রয়োগ করার পরে বৃধবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিস্রবিত ছিল। জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া হওয়াতে বিপর্যস্ত গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলের দাম ৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ১০ টাকা কমিয়েছে। একইভাবে, দিল্লি সরকার পেট্রোলের উপর ভাট ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৯.৪০ করার তালিকায় সর্বশেষ ছিল। পয়লা ডিসেম্বর থেকে শতাংশ, জাতীয় রাজধানীতে প্রতি লিটারে প্রায় ৮ টাকা কমিয়ে লিটার প্রতি ৯৫.৪১ টাকা হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বরেও এই

হার একই ছিল। একইভাবে, ডিজেলের দামও ৮৬.৬৭ টাকা প্রতি লিটারে রাখা হয়েছে। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৯.৯৮ টাকা, যেখানে ডিজেলের দাম ছিল ৯৪.১৪ টাকা প্রতি লিটার। যেখানে পেট্রোল লিটার প্রতি ১০০ টাকা বেড়েছে। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৪.৬৭ টাকা। বৃধবার, এক লিটার ডিজেলের দাম ছিল ১০১.৫৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০১.৬৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯১.৪৩ টাকা।

## ওমিক্রন ঝড়ে বিপর্যস্ত সারা বিশ্ব

ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডেও

প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন দেশের সরকার করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করার জন্য নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও বিশ্বজুড়ে থাবা বসাচ্ছে ওমিক্রন রূপ। নতুন বছরের মুখেই করোনার বাড়বাড়ন্ত বিশ্ববাসীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দিনে লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পর, ফ্রান্স ইউরোপের সর্বাধিক কোভিড আক্রান্ত দেশ হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডেও প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ব্রিটেনে মঙ্গলবার নতুন করে ১২৯, ৪৭১ জন নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন যে, ভাইরাসের অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য ওমিক্রন রূপের বিস্তার রোধ করতে এই বছর তিনি নতুন কোনও বিবিনিষেধ আনবেন না। স্কটল্যান্ডেও ৯,৩৬০ জন নতুন আক্রান্তের খবর উঠে এসেছে। মঙ্গলবার ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন

থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৫৮.৬ শতাংশ ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত বলে জানানো হয়েছিল। একইসঙ্গে আমেরিকার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের প্রস্তাবিত কোভিড -১৯-এর নিভৃতবাসের সময়কাল ১০ দিন থেকে কমিয়ে ৫ দিন করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা। এই প্রস্তাব আমেরিকার নাগরিকদের মধ্যে আরও বিভ্রান্তি এবং ভয় তৈরি করেছে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভারতও থাবা বসাচ্ছে ওমিক্রন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে বর্তমানে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮১। ওমিক্রন এখনও পর্যন্ত কোভিডের সর্বশেষ পরিবর্তিত এবং সব থেকে সংক্রমণযোগ্য রূপ। এই রূপ বিশ্বব্যাপী দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে, সাধারণ টিকাগুলি ওমিক্রন রূপের উপর কার্যকর নয় বলেও আশঙ্কা প্রকাশ

করেছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলবার পর্যন্ত, গত সাত দিনে বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,৪১,০০০। এক মাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকা করোনার ওমিক্রন রূপ প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। তখনকার তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, ওমিক্রন আগের রূপগুলির তুলনায় ৭০ গুণ দ্রুত সংক্রমিত হয়। তবে ওমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর নাও হতে পারে। বিশেষ করে ঝাঁরা টিকা এবং বুস্টার টিকা পেয়েছেন তাঁদের উপর ওমিক্রন মারাত্মক প্রভাব ফেলবে না বলেও মত বিশেষজ্ঞদের। বিভিন্ন দেশের সরকার ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, উৎসব মরসুমের পরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এবং হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা বাড়তে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ববাসী অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের মুখোমুখি হতে পারে বলেও আশঙ্কা বিজ্ঞানী মহলের।



দিল্লির মেট্রো স্টেশন এবং ডিটিসি বাস স্ট্যান্ডের সামনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কারণ, মেট্রো পরিষেবা ও বাস সার্ভিসে আধা বহনের নির্দেশনামা জারি করেছে দিল্লি সরকার।

## লাইফ স্টাইল

## ওমিক্রন নিয়ে চিন্তা বাড়ছে

## ছোটদের কী ধরনের মাস্ক পরাবেন এই সময়ে

ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কী করে এই অবস্থায় নিরাপদ থাকা যায়, তা নিয়ে চিন্তায় সব মহলই। ভ্যাকসিন এই পরিস্থিতিতে কতটা কাজ করছে, রোগ প্রতিরোধ শক্তিই বা কতটা অটাকাতে পারছে করোনার এই রূপটাকে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত। মাস্ক পারে ওমিক্রনকেও কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে। তাই চিকিৎসকরা জোর দিচ্ছেন সকলের মাস্ক পরায়।

এমনকী প্রধানমন্ত্রীও দেশের নাগরিকদের নিয়ম মেনে মাস্ক পরার কথা বলেছেন। মাস্ক তো পরাবেন? কিন্তু কেমন হবে সেই মাস্ক? বড়দের N৯৫ বা FFP2 মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাপড়ের বা সার্জিক্যাল মাস্ক হলে একসঙ্গে দুটো পরতে বলা হচ্ছে। কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রেও কি তাই? তাদের কেমন মাস্ক পরানোর কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বড়দের মাস্কই ছোটদের পরানো হয়।

এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের কথায়, মাস্কের দুটো পাশ এবং থুতনির নিচের অংশে কীক থেকে যায় এমন হলে। সেখান দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে জীবাণু ঢুকতে পারে। তাই শিশুদের এমন মাস্ক পরাতে হবে, যা মুখের সঙ্গে টাইট হয়ে বসবে। আশপাশে বিশেষ ফাঁক থাকবে না। আরও একটি কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কাপড়ের মাস্ক খুবই কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। যারা

## এবার রেশন দোকানেই মিলবে এলপিজি গ্যাস

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।।

রেশন ডিলার বহু দিন আগেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার তাতেই সায় কেন্দ্রের। এখন থেকে রেশন দোকানেই পাওয়া যাবে এলপিজি সিলিভার। পাঁচ কেজি ওজনের। এখানেই শেষ নয়, জরুরি পরিষেবার কাজও রেশন দোকান থেকেই করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও বস্তু মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেশন দোকানে পাঁচ কেজি রান্নার গ্যাসের এলপিজি সিলিভার দেওয়া হবে। এর ফলে রান্নার গ্যাস পেতে আর খুব একটা সমস্যা়্য পড়তে হবে না সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি রেশন

দোকানগুলিকে ‘কমন সার্ভিস সেন্টার’ হিসেবে অবিলম্বে চালু করতে বলা হয়েছে। যেমন এবার থেকে রেশন দোকানে মোবাইল বা ইলেক্ট্রিক বিল জমা করা যাবে। ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটা যাবে। আবার রেশন দোকানে আধার ও ভোটার কার্ড করানোরও সুবিধা মিলবে। ২০১৯ সালে প্রথম খাদ্য ও বস্তু মন্ত্রকের কাছে রেশন ডিলাররা প্রস্তাব দিয়েছিল, তাদের এলপিজি গ্যাস সিলিভার দেওয়া হোক। জরুরি পরিষেবার কাজ করানোরও অনুমোদন দেওয়া হোক। ২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরু হওয়ায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এবার ফের সেই দাবি ওঠে। তাতেই সিলমোহর দিল কেন্দ্র। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি এবার। ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ কর্মসূচির আওতায়ই রেশন ডিলারদের দাবি মেনে নিল কেন্দ্র। রেশন দোকান এবার থেকে হবে ‘কমন সার্ভিস সেন্টার’। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি রেশন ডিলাররা।

## কটুর হিন্দু অবতারে অখিলেশ

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর। উত্তরপ্রদেশে রথযাত্রার আলাদা রীতিনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৯০ সালে সে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে ইতিহাসিক রথ যাত্রা করেছিলেন আজকের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা এলকে আডবানি। এবার উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রথযাত্রায় চমক দিলেন সমাজবাদী পার্টি প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদব। কটুর হিন্দু অবতারে দেখা গেল তাঁকে। এদিন উম্মাণ্ডয়ের নির্বাচিন প্রচারে অখিলেশের রথযাত্রায় ছিল বিপুল ভিড়। সেই যাত্রাপথে সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা দলীয় নেতাকে উপহার দিলেন ভগবান হনুমানের ফটোফ্রেম। ওই ছবির নীচের দিকে দেখা গেল দলের চিহ্ন বাইসাইকেলও রয়েছে। সাদরে সেই উপহার গ্রহণও করলেন নেতা। এদিন ভগবান হনুমানের অস্ত্র গদা হাতেও দেখা গেল সমাজবাদী পার্টি নেতাকে। গদা হাতেও ভিড়ের অভিযান গ্রহণ করলেন অখিলেশ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হাওয়া বুঝেই নিজেকে বদলে নিয়েছেন সমাজবাদী পার্টি

## নথিভুক্ত রোগের বাইরেও গ্রাহককে বিমার প্রাপ্য টাকা দিতে হবে ঃ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্যবিমার গ্রাহক ‘প্রোগ্রোজাল ফর্ম’-এ যে অসুস্থতার কথা জানান, সেই অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে বিমা সংস্থা ওই গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। বিদেশ যাওয়ার আগে কেনা স্বাস্থ্য বিমার টাকা পেতে এক ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জেরে করা মামলায় মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মনমোহন নন্দ নামে এক ব্যক্তি র করা মামলা বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিভি নগরস্কের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয় মঙ্গলবার। ওই ব্যক্তি আমেরিকায় যাওয়ার আগে একটি স্বাস্থ্যবিমা কেনেন। সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই মনমোহন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর অ্যাজিয়োগ্লাস্টি করা হয়। হৃদযন্ত্রের রক্তেজ সরানোর জন্য তিনটি স্টেন্টও বসানো হয়। এই চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয় মনমোহনের। যেহেতু তাঁর স্বাস্থ্য বিমা কেনা ছিল সেই মতো বিমা সংস্থার কাছে তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রাপ্য টাকার দাবি জানান। কিন্তু বিমা সংস্থা তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেয়, বিমা করার সময় বিমাগ্রাহক তাঁর হাইপারলিপিডিমিয়া এবং ডায়াবিটিসের কথা তাদের কাছে গোপন করেছেন। আর সে কারণেই গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য টাকা দেওয়া যাবে না। আদালত এ প্রসঙ্গে জানিয়েছে, যদি কোনও বিমা গ্রাহক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিমায় নথিভুক্ত রোগের বাইরে যদি অন্য কোনওভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তা হলেও বিমা সংস্থাকে গ্রাহককে প্রাপ্য টাকা দিতে হবে।

## বিমান ও বন্দর চত্বরে ভারতীয় সঙ্গীত বাজানোর নির্দেশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর।। ধরুন কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন, বিমানবন্দরে পৌঁছেই শুনলেন গুস্তাদ আমজাদ আলি খানের সুর। কিংবা বিমানে চেপেই কানে ভেসে এল পন্ডিত রবিশঙ্করের সেতারের সুর। কেমন হবে সেই যাত্রা? চোখ বুঝে কন্ধানা করলেই নিশ্চয়ই সবটা স্পষ্ট! ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং সংগীত শিল্পীদের প্রতি বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করতেই নয়া উদ্যোগ নিলো আইসিসিআর। ধর্মীয়-সামাজিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সংগীত। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিসার্চের আবেদনে সাড়া দিয়েই ভারতীয় বিমান সংস্থাকে বিমানবন্দর চত্বরে এবং বিমানে ভারতীয় সংগীত বাজানোর নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। রেশন দোকান এবার থেকে হবে ‘কমন সার্ভিস সেন্টার’। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি রেশন ডিলাররা।

নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য বিমানবন্দরে দেশীয় সংগীত বাজানো হয়। যেমন আমেরিকায় জ্যাজ, অস্ট্রিয়ার বিমানবন্দরে মোজার্ট, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে আরব সংগীত বাজানো হয়। কিন্তু ভারতের সরকারি, বেসরকারি বিমান সংস্থা বা বিমানবন্দরে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অথচ ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করেন সকলেই। আইসিসিআর-এর তরফে বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে বিমানবন্দর এবং সমস্ত বিমান সংস্থায় ভারতীয় সংগীত বাজানো হয়। গত ২৩ ডিসেম্বর তারা অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিতা সিদ্ধিযাকে এই বিষয়ে চিঠি লেখেন। গত সপ্তাহেই রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইসিসিআর-এর সভাপতি বিনয় সহস্রবুদ্ধকে চিঠিটি দেওয়া হয়েছে।

## রিলেয়েন্সের দায়িত্ব ছাড়ছেন মুকেশ!

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর।। সুযোগ্য নেতৃত্বের শৌজ করছেন মুকেশ আখানি। সেকারণেই রিলেয়েন্সের উপরমহলে এবার পরিবর্তনের পালা। যার মধ্যে তিনি নিজেও রয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছেন রিলেয়েন্স কর্তা মুকেশ আখানি। মঙ্গলবার ছিল রিলেয়েন্স ফ্যামিলি ডে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্ড্রাই আখানির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছরই পালিত হয় ওই দিন। ওই অনুষ্ঠানেই মুকেশ বলেন, ‘বড় স্বপ্ন হোক কিংবা অসম্ভব লক্ষ্যপূরণ, এর জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যক্তি ও সুযোগ্য নেতৃত্ব। রিলেয়েন্স এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।’ এরপরই প্রশ্ন উঠছে, রিলেয়েন্স চেয়ারম্যান পদ ছাড়তে চলেছেন মুকেশ আখানি? আর যদি ছাড়েন, তাহলে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কে সেই দায়িত্ব পাবেন? মুকেশ অবশ্য বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত যে আকাশ, দীপা ও অনন্ত আগামী দিনের নেতা হিসেবে এগিয়ে আসবে এবং রিলেয়েন্সকে নেতৃত্ব দিয়ে আরও উঁচু অবস্থানে নিয়ে যাবে।’ তাঁর মন্তব্য থেকে পরিষ্কার,

● এরপর দুইয়ের পাখায়



আটকে থাকে, এমন মাস্ক পরাতে হবে। দরকার হলো মাস্কের দু’পাশের দড়ি একটু টাইট করে দিতে হবে। তাতেও মাস্ক মুখের ওপর ভালো ভাবে বসবে। যে সব শিশুরা সুস্থ সবল, তাদের কাপড়ের মাস্ক বা সার্জিক্যাল মাস্ক পরানো যেতেই পারে। কিন্তু একটা নয়। একসঙ্গে দুটো করে। শিশুদের মাস্কে কখনও

স্যানিটাইজার স্প্রে করা উচিত নয়। তাতে ওদের ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যে সব শিশুরা জটিল কোনও অসুখে ভুগছে, তাদের N৯৫ বা FFP2 মাস্ক পরাতে হবে। এবং তাদের সামনে যাওয়ার সময়েও বড়দের সচেতন থাকতে হবে। নিজেরা মাস্ক পরে তার পরেই ওই সব শিশুর নাম নেতে হবে।



## ফরোয়ার্ড ক্লাব-৩ রামকৃষ্ণ ক্লাব-১

# দুই বিদেশির সৌজন্যে শেষ চারে ফরোয়ার্ড



**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** একেবারে এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে আগরতলার ময়দানে প্রথমবার খেলতে নেমেই দর্শকদের মনজয় করে নিলেন মোজাফিকের ভিদাল চিসানো। একটি অনবদ্য গোল করলেন। পাশাপাশি সারাক্ষণ আক্রমণভাগকে সচল রেখেছেন। মূলতঃ গতি হলো তার সম্পদ। গতিতেই রামকৃষ্ণ-র ডিফেন্ডারদের বার বার পেছনে ফেলে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি দূরত্ব মাইনাসও করেছিলেন। যদিও সেগুলি থেকে পর এটা পরিষ্কার, এই বছর লিগে চিসানো ফরোয়ার্ড ক্লাবের অন্যতম বড় ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে তার গতিকে নিলেন চিন্তায় থাকতে হবে সব দলকে। অপর বিদেশি ভিক্টর আগামীয়ে ২০১৯-এও ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে খেলে গিয়েছে। মানের দিক থেকে

### সহজ জয়

## পেলো ক্রিকেট অনুরাগী

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** অ্যারিয়ান রায়-র দুর্দান্ত শতরানের সৌজন্যে সহজ জয় পেলো ক্রিকেট অনুরাগী। নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১২৬ রানে হারালো মোটাক ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৮ রান করে অনুরাগী। ৮টি বাউন্ডারি এবং ৫টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০০ রান করে অ্যারিয়ান। এছাড়া ময়ূক চক্রবর্তী করে ৯০ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ৯২ রান করে মোটাক। সর্বোচ্চ ৩১ রান করে ধৃতিমান। অন্যদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত বেদরত ভট্টাচার্য-র বিধ্বংসী ইনিংসের সৌজন্যে এনএসআরসিসি ১৯৭ রানে হারিয়েছে শওদল সংঘ-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৪৩ রান করে এনএসআরসিসি। অবাক করার মতো ইনিংস খেললো ১৩ বম্বরের বেদরত। মাত্র ৬৯ বলে ১৬০ রান করলো। তার ইনিংসে ছিল ১৫টি বাউন্ডারি এবং ১২টি ওভার বাউন্ডারি। এককথায় বিস্ময়কর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শওদল সংঘ ৩৮-৪ ওভারে ১৪৬ রান করে। সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে ছোটন মিঞা।

# টিসিএ-র ১৪ ক্লাবের মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** টিসিএ-র অনুমোদিত ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবের মেরুদণ্ড নাকি ভেঙে গেছে। অতীতে টিসিএ-র কমিটি গঠন থেকে রাজ্য ক্রিকেট পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৪টি ক্লাব যোভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছে এবং রাজ্য ক্রিকেটকে দিশা দেখিয়েছে বর্তমান সময়ে ওই ১৪টি ক্লাবই নাকি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সিজনে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে গুধুমাত্র লিগ হয়। ২০২০ সিজনে ক্লাব ক্রিকেটের কোন খেলা হয়নি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ২০২১ সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের কোন খবর পর্যন্ত নেই। বিগত বাম আমলেও টিসিএ-তে ১৪ ক্লাবের দাপট ছিল দেখার

অসাধারণ না হলেও বেশ ভালোই বলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগ্য কোণ থেকে গোল করতে সক্ষম। মূলতঃ এই দুই বিদেশি ফুটবলারের সৌজন্যে ২০১৯-র চ্যাম্পিয়নারা এবারও রাখাল শিল্পের

সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো। প্রতিপক্ষ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারাতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। যদিও বিতর্কিত গোলে তাদের পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। এরপর আহত বাঘের

মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের উপর। ফলে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় দেখা গেলো রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। দীর্ঘদিন পর তারা প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে। ফলে রাখাল শিল্পেও এদিন খেলতে নামলো দীর্ঘদিন পর। ক্লাব কর্মকর্তাদের চেষ্টায় একটা ভালো দল গড়ার চেষ্টা হয়েছে। তবে সমস্যা হলো, দলের বোঝাপড়ার বেশ অভাব। বেশিদিন অনুশীলন করতে না পারার জন্যই এই অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে। ফরোয়ার্ডেরও একই সমস্যা ছিল। তাদের মধ্যেও সেরকম বোঝাপড়া ছিল এমন নয়। তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জোরে তারা ম্যাচ জিতে নিয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে উত্তরবঙ্গের পাঁচ ফুটবলার খেলতে নামে। গোলকিপার রাজু বাজফৌড়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

### টিফিন থেকে বঞ্চিত যুব উৎসবের প্রতিযোগীরা

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** বিভিন্ন জেলা থেকে ভোর পাঁচটায় রেলপথে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা। দুপুর একটা পর্যন্ত তাদের অভুক্ত অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়। ন্যূনতম টিফিনও তাদের কপালে জুটেনি। বুধবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবের শুভসূচনা হয়। এই উৎসবের চেয়ারম্যান হলেন পশ্চিম জেলার সভাপতিত আশ্রা সরকার দেব। সাংগঠনিক সচিব শিমল দাস। যিনি আবার পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উপ-অধিকর্তা। মূলতঃ প্রতিযোগীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখাই তার কাজ। ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য যাতে তারা পায় সেটা নিশ্চিত করাই সাংগঠনিক সচিবের প্রধান দায়িত্ব। তিনি সেই

●এরপর দুইয়ের পাতায়

# পেসারদের দাপটে চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা

**কেপটাউন, ২৯ ডিসেম্বর।**। বড় কোনও অঘটন, বা বৃষ্টি। সেপ্তুরিয়ন টেস্টের পঞ্চম দিনে নামার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা মনোপ্রাণে চাইবে, এই দুটির মধ্যে কোনও একটি ঘটে যাক। কারণ চতুর্থ দিনের শেষে যতই তাদের অধিনায়ক অপরাজিত থাকুন না কেন, পঞ্চম দিন ভারতের চার পেসার এবং অশ্বিনের সামনে অবশিষ্ট ২১১ রান করাটা যে সহজ কাজ হবে না, সেটা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বিশেষ করে হাতে যখন রয়েছে মাত্র ছটি উইকেট। সেপ্তুরিয়নের পিচ এখনও ভালমতোই বোলারদের মদত দিচ্ছে। পঞ্চম দিন সকালেও দেবে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যেভাবে অল-আউট হল সেটা দেখার পরে প্রোটিয়াদের ভয় আরও বাড়বে। চাপের মুখে এদিন আরও একবার ভেঙে পড়েছে ভারতের ব্যাটিং দুর্গ। আরও একবার বার্ষ হলেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ২০২১ সালের শেষ ইনিংসে ভারত অধিনায়কের সংগ্রহ মোটে ১৮ রান। যার অর্থ গোটা ২০২১ সালে একটাও সেপ্তুরি পেলেন না ভারত অধিনায়ক। বস্তুত, টেস্ট ক্রিকেটে কোহলি শেষবার সেপ্তুরি পেয়েছিলেন ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলের টেস্টে। খারাপ ফর্ম থাকার থেকেও বড় কথা, কিং কোহলি প্রতিদিনই যেন একইভাবে আউট হচ্ছেন। সেটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে ভারতীয় শিবিরকে। বিরাটের পাশাপাশি গোটা ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপটাই এদিন বার্ষ হয়েছে। গতকাল মায়াক্স আগরওয়ালের উইকেট হারিয়েছিল ভারত। নাইট ওয়াকম্যান হিসেবে নেমেছিলেন শার্দুল ঠাকুর। দিনের শেষে শার্দুল ৪ রানে অপরাজিত ছিলেন। অন্যদিকে লোকেশ রাহুল অধিনায়ক ছিলেন ৫ রানে। বুধবার ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যেই কেউই বড় রান করতে

●এরপর দুইয়ের পাতায়



**ভারত: ১৭৪/১০ (পহু ৩৪, রাহুল ২৩)  
৩২৭/১০ (রাহুল-১২৩, মায়াক্স-৬০), দক্ষিণ  
আফ্রিকা: ৯৪-৪ (এলগার ৫২, পিটারসন  
১৭), ১৯৭/১০ (বাতুমা ৫২, ডিক্ক ৩৪)**

## অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী আমজাদনগর

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে আরও একটি জয় পেলো আমজাদনগর স্কুল। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৩১ রানে হারালো আর্থ্য কলোনি স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাক্সাদ হোনের-র ৪১ রানের সৌজন্যে

আমজাদনগর স্কুল করে ৭৫ রান। আর্থ্য কলোনি স্কুলের হয়ে অরূপ দাস তুলে নেয় ৪টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আর্থ্য কলোনি স্কুল ৪৪ রানের বেশি করতে পারেনি। বিজয়ী দলের হয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেয় মহম্মদ সাকিল। এদিকে, নর্থ বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে বিজিইএমএস ১৪১ রানে হারিয়েছে সাড়াসীমা স্কুলকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিজিইএমএস করে ১৭৯ রান। সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে মানিক সরকার। এছাড়া দীপজয় রায় করে ৩১ রান। সাড়াসীমা স্কুলের হয়ে শ্রাবণ মিঞা তুলে নেয় ৪টি স্কুল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাড়াসীমা স্কুল মাত্র ৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। বিজয়ী দলের হয়ে মানিক সরকার তুলে নেয় ৩টি উইকেট।

## অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন উত্তর তৈখমা



**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** শান্তিবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো উত্তর তৈখমা স্কুল। এদিন চড়কবাই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১০৩ রানে পরাজিত করলো জেলাইবাড়ি স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উত্তর তৈখমা স্কুল ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৫ রান করে।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

### ২০ ওভারে ৯ রান করলো এসিসি

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** মহিলা আমন্ত্রণমূলক টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এদিন পিটিএজি-তে ম্যাচে মুখোমুখি হয় এগিয়ে চল সংঘ বনাম আগরতলা কোচিং সেন্টার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯ রান করলো আগরতলা কোচিং সেন্টার। ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রেখে প্রহসনমূলক মহিলা ক্রিকেট আদৌ খুব প্রয়োজনীয় ছিল কি না তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। কারণ জাতীয় ক্রিকেটে মহিলারা ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছে। নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বা নির্বাচনি শিবির করা যেতে পারে। কিন্তু ভরপুর মরশুমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে এই ধরনের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট করার উদ্যোগ নিলো কেন টিসিএ----এই প্রশ্নটাই এখন ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন অনেক মেয়েরা এই বছর বিভিন্ন দলের হয়ে মাঠে নেমেছে যারা কখনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছে কি না তা নিয়েই সন্দেহ। ফলে ২০ ওভারে ৯ রান মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রতিটি মহকুমা মহিলা ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং কোচের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি অফসিজনের ফায়দা তুলতে হবে। তাহলেই আগামীতে এই ধরনের বড় পরিসরে মহিলা ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলে তা সফল হবে। এবারের মতো প্রহসনে পরিণত হবে না। আগরতলা কোচিং সেন্টারের ৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চল সংঘ মাত্র ১০ ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে এই রান তুলে নেয়। দিনের অপর মাঠে খোয়াই ৮ উইকেটে ছড়িয়েছে হারিয়েছে মোহনপুরকে। রোহিলা আফ্রার-র ২৬ রানের সৌজন্যে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান করে মোহনপুর। হারিয়ার গৌড় এবং মাল্পি দেবনাথ ১৮টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮-৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় খোয়াই। পূজা পাল করে ৩৪ রান।

## আজ নামছে শতাব্দী প্রাচীন বীরেন্দ্র ক্লাব

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** সাধারণত রাখাল শিল্পের উদ্বেোধনী মাঠে অংশগ্রহণ করে বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে এই বছর তার ব্যতিক্রম হয়েছে। ফুটবলাররা সময়মতো আসতে পারবে না এমন আশঙ্কা থেকে বীরেন্দ্র ক্লাব অনুরোধ জানিয়েছিল, যাতে এই বছর নিয়ম ভেঙে প্রথম ম্যাচটা বীরেন্দ্র ক্লাবকে না দেওয়া হয়। টিএফএ সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছে। ফলে এই বছর উদ্বেোধনী মাঠে খেলেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। আগামীকাল তারা মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা পুলিশ। এই উপলক্ষে এদিন বিকাশে ক্লাব গৃহে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ফুটবলারদের হাতে জার্সিও তুলে দেওয়া হয়। ৯ লক্ষ টাকা বাজেটে এবার দল গঠন করা হয়েছে। অসমের দুইজন এবং নাগাল্যান্ডের একজন ফুটবলার এবার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে মাঠে নামবে। ক্লাবের



তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বিদেশি ফুটবলার আনার কোন পরিকল্পনা নেই। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর দলের দুর্বলতা দেখে নতুন ফুটবলার আনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। এই বছর বীরেন্দ্র ক্লাবকে নেতৃত্ব দেবে স্টিফেন পল ডার্লিং। মেনিঙ্গির হালাম, দিবা জমতিয়া, প্রণব সরকার, প্রীতম সরকার, বিদ্যাচরণ জমতিয়ার-রমতো ফুটবলাররা এবার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে নামবে।

আছেন সৃজিত ঘোষ। ম্যানোজর নন্দলাল দাস এবং আত্মায়ক সঞ্জিত সাহা। সাফলা অবশ্যই একটা লক্ষ্য। তবে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি আদর্শ স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের নজির রেখে দর্শক মনোরঞ্জনই তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই এই বছর আর্থিক অনটন সত্ত্বেও মোটামুটি বড় বাজেটের দল গঠন করে রেছে। ক্লাবের সচিব দেবপ্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

# খুশি সুভাষ, হতাশ কৌশিক

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** দলের জয়ে খুশি ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ বোস। তবে রেফারিং নিয়ে নিজের অসন্তোষ গোপন করলেন না। যেভাবে প্রথম গোলটি হজম করবে হয়েছে তা কোনভাবেই মানতে পারছেন না তিনি। ম্যাচের ১৪ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে। লাইনম্যান বিস্কজিং দাস অফসাইডের সংকেত দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টা রেফারি টিক্স দে-র নজর এড়িয়ে যায়। ফলে বিকাশ গোল করে। পাশাপাশি গোলটি ফুটবলের আইন মেনে করেছে কি না তা নিয়েও দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছিল। অনেকের মুখেই শোনা গেলো, মারাদোনা-র মতোই হাত দিয়ে গোল করে নিয়েছে বিকাশ। অর্থাৎ হ্যান্ড অফ গড। যাই হোক পুরো বিষয়টাই টিক্স দে-র নজর এড়িয়ে যায়। স্বভাবতই ফরোয়ার্ড ক্লাবের রিজার্ভ বেস্ফ এবং দর্শকরা ক্ষেপে উঠে। কয়েকজন দর্শক টেচিয়ে বলতে থাকেন, যাতে দল তুলে নেওয়া হয়। যদিও সেরকম কিছু হয়নি। ম্যাচের পর কোচ সুভাষ বোস স্পষ্টই এই ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন, রেফারিং এদিন আমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে। এই ধরনের রেফারিং যদি পরবর্তী সময়েও হয় তবে সব দলকেই

ভুগতে হবে। এই ধরনের রেফারিং মোটেই কামা নয়। পরোক্ষে এটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন। দুই বিদেশি ফুটবলারের খেলায় তিনি খুশি। তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, এরা আরও ভালো খেলতে সক্ষম। ম্যাচ টু ম্যাচ এগোতে চান। পরের ম্যাচে দল আরও একটু ভালো খেলবে। এমনটাই আশা করছেন তিনি। দুই বছর পর মাঠে নেমেছে ফুটবলাররা। ফলে একটা আড়ম্ব্রতা রয়ে গেছে। যত বেশি ম্যাচ খেলবে ততই এটা কমবে এবং তারা পিক-এ উঠবে। সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন। অন্যদিকে, ম্যাচ হেরে হতাশা গোপন করলেন না রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায়। উত্তরবঙ্গের ৫ ফুটবলারকে মাত্র একদিন অনুশীলনে পেয়েছেন। ফলে দলের মধ্যে এখনও বোঝাপড়া গড়ে উঠেনি। তারপরও দল মোটামুটি ভালো খেলেছে বলে জানান তিনি। দলের প্রধান ফুটবলার প্রবীণ সুব্বা। এই ফুটবলারটি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর সমস্যা কিছু যায়। পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুই বিদেশিও এদিন একটা ফাস্টার ছিল। তবে এই দল নিয়ে লিগে লড়াই করা সম্ভব বলে আত্মবিশ্বাসী কোচ কৌশিক রায়।

## উত্তরাখণ্ড-ও ইনিংসে হারিয়ে দিলো ত্রিপুরাকে

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** তিনদিনেই পরাজিত হলো অনূর্ধ্ব ১৯ দল। এবার উত্তরাখণ্ডের মতো দলও ইনিংসে হারিয়ে দিলো ত্রিপুরাকে। একরাশ লজ্জা নিয়ে মরশুম শেষ করলো অনূর্ধ্ব ১৯ দল। ভিনু মানকর ট্রফিতেই বোঝা গিয়েছিল যে, এই দলটির ব্যাটিং বলতে কিছুই নেই। কোচবিহার ট্রফিতে ব্যাটসম্যানদের কুৎসিত ব্যাটিং এককথায় গোটা দলকে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দিলো। একটি ইনিংসেও ২০০ রানের গম্ভী পার করতে পারেনি। লজ্জার ক্ষেত্রে এটাও হয়তো দেশে একটা রেকর্ড। একমাত্র বিহারের বিরুদ্ধে বোলোথারের সৌজন্যে জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। এছাড়া বাকি সবকয়টি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরেছে। তিনদিনেই ১ ইনিংস ও ৮ রানে ম্যাচ জিতে নিলো উত্তরাখণ্ড। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮১ রানে শেষ হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তরাখণ্ড করে ২২৪ রান। অর্থাৎ বোলাররা ভালোই বোলিং করে। তবে তার কোন মমানাই দিতে পারলো না ব্যাটসম্যানরা। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন ত্রিপুরার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৩৫ রানে। যথারীতি সর্বোচ্চ রান করলো আনন্দ ভৌমিক (৩৭)। এছাড়া দীপজয় দেব ১৯, দুর্ভাষ রায় ১৮, সপ্তজিৎ দাস ১৭ রান করে। উত্তরাখণ্ডের হয়ে আনোন্স ৪টি উইকেট তুলে নেয়। ১ ইনিংস ও ৮ রানে জয় পায় উত্তরাখণ্ড। একটা লজ্জাজনক মরশুম শেষ করলো অনূর্ধ্ব ১৯ দল।

## ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন

## ৪৫ মাসে একজনও বেকার খেলোয়াড়কে

## চাকুরি দিতে পারেনি ক্রীড়া দফতর

**প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর :** ৪৫ বছর মেয়াদের একটা সরকারের ৪৫ মাস অতিক্রান্ত সময়ের হিসাবে ১৫ মাসের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে বাবে ত্রিপুরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের দেশে (দেশে) এবং রাজ্যে (ত্রিপুরা) একই দলের সরকার শাসন ক্ষমতায় (ডাবল ইঞ্জিন) থাকার পরও গত ৪৫ মাসে রাজ্যের বেকার ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকুরির কোন সুযোগ যেমন হয়নি বা এর মধ্যে চাকুরি হবে তারও কোন ঘোষণা নেই। জানা গেছে, রাজ্যে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরির সবচেয়ে বেশি সুযোগ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে। এছাড়া কিছু চাকুরির সুযোগ রয়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদে। কিন্তু ২০১৪ সালের পর নাকি যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের সেই অর্থে কোন চাকুরি হয়নি। ২০১৪ সালে এক সাক্ষি দুই শতাধিক জুনিয়র পিআই নিয়োগ করা হয়েছিল। জানা গেছে, ২০১৭ সালে কয়েকশো জুনিয়র পিআই নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হলেও নিয়োগ আর চাকুরি দিয়ে যায়নি। ২০১৮ সালে নতুন সরকার

ক্ষমতায় আসার পর ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, গত ৪৫ মাসে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে নাকি জুনিয়র পিআই পদে কোন নিয়োগ যেমন হয়নি তেমনি নিয়োগের কোন ঘোষণাও নেই। ফলে বেকার খেলোয়াড়দের মনে এখন চরম হতাশা। অভিজ্ঞ, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর নাকি এখনও ঠিকই করতে পারেনি জুনিয়র পিআই পদে নিয়োগের পদ্ধতি, নিয়োগের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি নাকি ঠিক করতে পারেনি। ফলে চাকুরির কোন খবর নেই। বেকার খেলোয়াড়রা এতে করে দিন দিন হতাশ হচ্ছে। চাকুরির আশায় অনেক বেকার খেলোয়াড়ের বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়া মহালের অভিযোগ, এখনও নাকি রাজনৈতিকভাবেই ঠিক হয়নি জুনিয়র পিআই পদে চাকুরির জন্য কারা কারা যোগ্য বা কারা কারা আবেদন করতে পারবেন। ফলে নিয়োগ এখন বিশ বাঁও জলের নিচে। এদিকে, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

দফতর প্রায় চার শতাধিক জুনিয়র পিআই-কে স্কুল থেকে তুলে এনে দুই শতাধিক কোচিং সেন্টারে পোস্টিং দিয়েছে। যদিও এই দুই শতাধিক কোচিং সেন্টারের সাফল্য বা পারফরম্যান্স মোটেই ভালো নয়। আর স্কুলগুলি পিআই শূন্য হয়ে পড়ায় রক ও মহকুমাত্তিক স্কুল ক্রীড়ায় খেলোয়াড়ই পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া গোটা রাজ্যে নাকি মাত্র সাত শতাধিক জুনিয়র পিআই ও পিআই আছেন। এর মধ্যে চার শতাধিক পিআই কোচিং সেন্টারে। ক্রীড়া দফতর এবং বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা অফিসে আছেন শতাধিক পিআই। দুইটি স্পোর্টস স্কুলে আছেন কয়েকজন। ফলে স্কুলগুলি প্রায় ফাঁকা। কিন্তু তারপরও ৪৫ মাসে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে কোন নতুন জুনিয়র পিআই নিয়োগ যেমন হয়নি তেমনি নিয়োগের কোন খবরও নেই। বর্তমান সরকার আসে জুনিয়র পিআই পদে বেকার খেলোয়াড়দের চাকুরি দিতে পারবে কি না তা নিয়েও নিয়োগ আর চাকুরি দিয়ে হয়নি। ২০১৮ সালে নতুন সরকার



৩ 9436940366

**BAPPIRAJ FURNITURE**

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

৩ Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

# খিনারে ৩ যুবকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৯ ডিসেম্বর।। দেশি ও বিলিতি মদের নেশায় বড়দিনের আনন্দ ঠিকঠাক জমছিল না। তাই নেশাকে আরো গাঢ় এবং রঙিন করতে মিনারেল স্পিরিট তথা পেইন্ট খিনার পান করে সরাসরি যমলোকে পৌঁছে গেল তিন জনজাতি যুবক। সেই সাথে ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরো সাতজন। যাদের মধ্যে আরো তিনজন এখনো যমলোকের দরজায় কড়া নাড়ছে।



মৃত্যুর কোলে চলে পড়া তিন যুবক হল শচীন্দ্র রিয়াং (২২) বাড়ি মনুঘাট, থানাধীন ৮২ মাইল এলাকার কৃষ্ণজয় পাড়ায়, অধিরাম রিয়াং (৩৪) বাড়ি একই থানা এলাকার হাজরাধন পাড়ায়, ববিরাম রিয়াং (৩৫) বাড়ি নেপালিচালা থানাধীন

ডেমছড়া এলাকায়। নজিরবিহীন ও মর্মান্তিক এই ঘটনার বিবরণে যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর হাজরাধন পাড়ায় অধিরামদের উদ্যোগে ছিল বড়দিনের পার্টি। যাতে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আত্মীয়স্বজনরা। ঐ পার্টিতে দেদার

মদ্যপানের পরও বেশ কয়েকজন যুবকের নেশা ঠিকঠাক চড়ছিল না। তখন তারা স্পিরিটের (রেস্টিফায়েড) সন্ধানে বেরিয়ে পেয়ে যায় মিনারেল স্পিরিট যাকে বাণিজ্যিক ভাষায় বলা হয় পেইন্ট খিনার। আর এই মিনারেল স্পিরিটকেই অ্যালকোহল প্রজাতির স্পিরিট তথা রেস্টিফায়েড স্পিরিট ভেবে পান করে ঐ পার্টিতে যোগ দেওয়া ১০ - ১২ জন যুবক। আর এতে নেশাও বেশ জমজমাট হয়। কিন্তু এই পেইন্ট খিনার যে তাদের দেহের অভ্যন্তরে বিক্রিয়া শুরু করে দেয় তা তৎক্ষণাৎ টের পাননি তারা। এই বিক্রিয়া টের পাওয়া

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## শিক্ষকের স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। শিশুবিহার স্কুলের পাশে শিক্ষকের স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার খিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর পাশে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গেছে। মৃত্যুর নাম উমা দাস (৩৯)। বৃথবার সকালে শিশুবিহার স্কুলের পেছনে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তার খুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত্যুর স্বামী বিশু দাস তেলিয়ামুড়ার একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাদের একমাত্র ছেলে হিম্মি স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বৃথবার সকালে বিশু দাস ভাড়াটিয়া বাড়িতে ছিলেন না। সকাল সাতটা নাগাদ ভাড়াটিয়া বাড়ির অন্য লোকজন উমা দাসকে ডাকলেও সাড়া দিচ্ছেন না। ঘরের মধ্যে তার খুলন্ত দেহ দেখা যায়। খবর পেয়ে মৃত্যুর স্বামী, আত্মীয় পরিজনসহ এলাকার অনেকেই জড়ো হন। তাদের উপস্থিতিতেই পশ্চিম থানার পুলিশ মৃতদেহটি নামায়। তবে কি কারণে এই মৃত্যু এ নিয়ে পুলিশ কিছু না জানালেও মৃত্যুর এক আত্মীয় জানান উমা বহুদিন ধরে পেট ব্যথায় ভুগছিলেন। চোমাই চিকিৎসার জন্য যাবেন বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এর আগেই মারা গেলেন। সুইসাইড নোটে নিজের মৃত্যুর জন্য কাটকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ইঞ্জিনিয়ারকে বাঁচাতে ময়দানে বিডিও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বিশালগড় ব্লকে কেলেকারি ধরা পড়ার পরও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রেগা নিয়ে অভিযোগ শেষ হচ্ছে না। রেগার ইঞ্জিনিয়ারের কাজের দায়িত্ব পেয়েও শেষ করাতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়ে বেতন গুণে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনায় তদন্তেও ব্লকের বিডিওরা অভিযুক্তদের বাঁচাতে ভুল ভাবে তদন্ত করছেন বলে অভিযোগ। এমনই ঘটনা সামনে এসেছে খোয়াই ব্লকে। ব্লকের বিডিও অনুরাগ সেন নিজেই একটি কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিলেন। এখন তিনি কাজের জন্য তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী একমাত্র সুপারিনটেনডেন্ট বা বিডিও'র উপরে কোনও অফিসারই দিতে পারেন। বিশেষ করে সিভিল কনস্ট্রাকশনের কাজের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। কিন্তু খোয়াই ব্লকের বিডিও অনুরাগ সেন এমনই একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ আনা হয়েছে, খোয়াই ব্লকের প্রাক্তন রেগার ইঞ্জিনিয়ার সিরিং গানের বিরুদ্ধে। সিরিং তেলিয়ামুড়ায় বসতি হওয়ার আগে খোয়াই ব্লকে চুক্তিবদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিতে ছিলেন।

অভিযোগ কিছু কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি করাননি। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিও লক্ষ্য করেননি। এই বিষয়ে একটি টিম গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিডিও অনুরাগ সেন। খোয়াই ব্লকের এফ.ও(৫৭) ফাইল থেকে ২৪১৯-২২ নম্বরের নির্দেশিকায় তদন্ত কমিটি করেছিলেন বিডিও অনুরাগ সেন। এই নির্দেশিকাটি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের কথায় অভিযুক্তকে বাঁচাতে বিডিও এমনটা করেছেন। কারণ ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে নিজেই তদন্ত করা বেআইনি। এনিমে উচ্চ আদালতের নির্দেশও রয়েছে। বিডিও'র তদন্তের নির্দেশে পাল্টা তিনি চ্যালেক্সের মুখে পড়বেন বলেও অনেক ইঞ্জিনিয়ারের দাবি। নিয়মের বাইরে গিয়েই বরাত অনুযায়ী কাজ শেষ না করায় ইঞ্জিনিয়ার সিরিং গানের জবাবও চাওয়া হয়েছে। তাকে ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে সমস্ত কাগজ জমা করতে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। এই নোটিশটি আইনত ঠিক না বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে খোয়াই ব্লকের বিডিও'র সঙ্গে সংবাদ ভবন থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিডিও'র বিরুদ্ধে অনেকেই এখন অভিযুক্ত বলে অনেকের বক্তব্য। কারণ

ব্লকের বিডিও নিজে একজন টিসিএস অফিসার। সামান্য আইন এবং সরকারি নিয়ম তিনি জানবেন না এটা হতে পারে না। এমনটাই বিশ্বাস করেন সংশ্লিষ্ট সবাই। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার দলির আগে দায়িত্ব সব বুঝিয়ে যাবেন এটাই নিয়ম। এরপরও দায়িত্ব দেওয়ার পর কেন কাজের হিসাব চাওয়া হচ্ছে তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তবে রেগার দুর্নীতিগুলি অভিটের জন্যই ঠিকভাবে ধরা পড়ছে না বলে অভিযোগ। বিশালগড়ে ব্লকে রেগার দুর্নীতি ধরা পড়ার ঘটনায় রাজ্যের সবক'টি ব্লকে অভিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ঘটনা সাত বর পরিয়ে গেছে। এরপর থেকে ব্লকগুলিতে প্রত্যেক বছর অনেকেই অভিট ঠিকভাবে হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন দারী অভিট দফতর। অভিট দফতর যদি টিকিমতো সবকিছু দেখতো তাহলে রেগায় কাজ নিয়ে দুর্নীতি করা সহজ ছিল না। এমনই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট মহলের। বাম আমলের চিত্র বিজেপির চেয়ে সরকারের সময়েও রয়ে গেছে। নেতার স্বচ্ছতার কথা বলে ঢাক পোটালেও বাস্তবে পুরোনো পদ্ধতি রয়ে গেছে রেগায়। যে কারণে প্রত্যেক বছর জনসাধারণের প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিবাজদের হাত ধরে। সরকারি টাকা এবং প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ নাগরিকরা।

## রেলের চাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর।। রেলের কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক অপরিচিত ব্যক্তির। ঘটনা চুরাইবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের জানা যায়, বৃথবার সকাল ছয়টা নাগাদ বহিরাঙ্গা থেকে একটি মালবাহী ট্রেন রাজ্যে প্রবেশ করে। আর তখনই অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের রেল ট্রেকের উপর দিয়ে সেতু পার হওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে ট্রেন ধাক্কা দেয় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। মালবাহী গাড়িটি



দ্রুত গতিতে চলে গেলে এই ব্যক্তিকে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয় চুরাইবাড়ি থানায়। অপরদিকে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর রেল পুলিশকেও। পুলিশকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর নিয়ে যায়। অপরদিকে এই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা চিনতে পারেনি তাছাড়া তার পরিচয়ও জানা যায়নি। তবে বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ হবে বলে অনুমান করা হয়। তবে তার হাতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## উদ্বোধনের আগেই বিজেপি অফিস ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর।। চারদিকে টিএসআর-এর চাকরি বঞ্চিত বেকাররা বিজেপি অফিস ভাঙচুর করছে, কোথাও আবার আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। সোনামুড়া মহকুমা মেলোখর থানাধীন কলমক্ষেত ব্রিজ সংলগ্ন সজল চৌমুহনি এলাকায়ও একটি বিজেপি অফিস ভাঙচুর করা হয়। তবে এর সাথে চাকরির ইস্যু জড়িত কিনা তা স্পষ্ট নয়। তেলকাজলা পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিজেপি নেতা আব্দুল মতিনের দোকানঘরটি দলীয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দলীয় নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভোমিকের হাত ধরেই সেই অফিসের উদ্বোধন



করবেন। কিন্তু বৃথবার সকালে এলাকাবাসী দেখতে পান কে বা কারা সেই অফিসটি ভাঙচুর করেছে। টিনের বেড়ায় দা দিয়ে কোপ বসানোর চিহ্ন একেবারে স্পষ্ট। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল মতিন

অভিযোগ করেন কলমক্ষেত পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মামুন মিয়া বিজেপি অফিস ভাঙচুর করেছে। কারণ মামুন মিয়া এর আগেও নাকি বিজেপির পতাকা নষ্ট করেছিল। গত দু-তিন আগে মামুন মিয়ার সাথে আব্দুল মতিনের বগড়া হয়েছিল। সেই কারণে মামুনের অকল মতিন। শেষ পর্যন্ত মেলোখর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে আসে। তারা ঘটনার সূত্রে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

## হামলার শিকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোমিয়া, ২৯ ডিসেম্বর।। প্রকাশ দিলালকে বিলোনিয়া মহকুমার পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত ডিমাতলি বাজারে দোকানদারের হাতে প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন চাকরিচ্যুত শিক্ষক বিধান ত্রিপুরা। তিনি নিজ বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে ডিমাতলী বাজারে আসেন। তখনই এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত বিধান ত্রিপুরাকে দেখে অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়। বিধানবাবুর বাড়ি চন্দ্রপুর এলাকায়। বাজারের লোকজন ঘটনাটি দেখে চাকরিচ্যুত শিক্ষককে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। তখনই দৃষ্টিভ্রান্তি তাকে



রাষ্ট্রায় ফেলে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নীহারনগর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার খবর

পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন রাজনগরের বিধায়ক সুধন দাস। তিনি বিধান ত্রিপুরার শারীরিক অবস্থার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## হাড় হিম করা ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ ডিসেম্বর।। মর্মান্তিক ঘটনাটি দেখে সবাই বলছিলেন—এভাবেও কি কারোর মৃত্যু হতে পারে? কারণ, শ্রমিকরা দিনভর যে মেশিনে কাজ করেন তার মাধ্যমেই অপর সহকর্মীর মৃত্যু হবে তা কেউই ভাবতে পারেননি। পানিসাগর থানাধীন দুবঙ্গাস্থিত দুর্গা ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিতে এই মর্মান্তিক ঘটনা। মৃত শ্রমিকের নাম সীতেশ বীর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই ইটভাটায় কাজ করতেন। বৃথবার ওই ভাটায় সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। তাই দু-দিন জন শ্রমিক মিলে ভাটার মিস্ত্রার মেশিন



পরিষ্কার করেন। তখনই কোনো কারণে সেই মিস্ত্রার মেশিনে পড়ে যান সীতেশ বীর। সহকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা এই ঘটনা দেখে হতচকিত হয়ে

পড়েন। মিস্ত্রার মেশিনে পড়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। তার শরীর একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। খবর পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে

আসে। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। একটি মামলা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এদিনের ঘটনার পর এলাকাবাসী ভাটা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের কথা অনুযায়ী দক্ষ চালক ছাড়াই মিস্ত্রার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে ওই ভাটাতে। যিনি মারা গেছেন তিনি কোনো দক্ষ চালক নন। তা সত্ত্বেও তাকে দিয়ে মেশিন পরিষ্কার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বিদ্যুৎস্পর্শে গাছ থেকে ছিটকে মৃত্যু শ্রমিকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে মারা গেলেন এক শ্রমিক। ঘটনা বোধজ্ঞানগর থানার আরকে নগর এলাকায় বণিকা চৌমুহনিত। মৃত শ্রমিকের নাম ইউনিস আলী (২৭)। বৃথবার ইউনিস সকালে গাছ কাটার জন্য বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন খবর পান বিদ্যুৎস্পর্শ হয়ে গাছ থেকে পড়ে যান ইউনিস। তাকে দমকলের একটি গাড়িতে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পরও প্রাণ ছিল ইউনিসের। কিন্তু জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই যুবক। মৃত যুবকের মা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে ছেলে গাছ কাটার কাজ করে না। বৃথবারই গিয়েছিল। তারা জানতে পেরেছেন, বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে থাকা একটি গাছের ডাল কাটতে উঠেছিল ছেলে। সেখানে বিদ্যুৎস্পর্শ হয়ে ছিটকে পড়েন। দ্রুতই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এদিকে ইউনিসের মৃত্যুর ঘটনায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর।। নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল খড়ের কুঞ্জ। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উদয়পুর রাজনগর বটটিলা এলাকায় দুলাল মিয়া খড়ের কুঞ্জে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যান।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

**সোনার বাজার দর**  
১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০  
ভরি : ৫৬,১৭৫

**Flat Sale**  
1/2/3 BHK Flat Sale on Joynagar Road No.-6, with Lift & Parking. Year end offer available.  
Mob - 9612906229

**Flat Booking**  
Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।  
Mob - 8416082015

১ম শ্রুত্বার্থী

প্রয়াত স্বপন ভট্টাচার্যী  
জন্ম : ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮  
মৃত্যু : ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০  
অন্তরে তুমি রয়ে তিরদিন, স্মৃতি কত হবে না মলিন, তোমার স্মৃতি তোমার অভাব অনুভব করি প্রতিদ্বন্দে। যেখানেই থাকো শান্তিতে বিরাজ করো।

শোক সন্তুপ্ত—  
শ্রী মঞ্জু ভট্টাচার্যী (স্ত্রী),  
শুভদ্রা ভট্টাচার্যী (পুত্র),  
শিশু ভট্টাচার্যী (পুত্র বধু),  
শিবাজি ভট্টাচার্যী (নাতি) ও অতীতস্বজন।  
ভট্টপুকুর, কল্যাণ সমিতি, আগরতলা।

**VISION CONSULTANCY**  
Admission Point  
We Provide Admission Guidance for MBBS/BDS/BAMS  
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA  
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)  
LOW PACKAGE 45 LAKH  
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY  
Call Us : 9560462263 / 9436470381  
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,  
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM  
Email: newradhankl@gmail.com

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!  
UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF  
2+ PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

**Nilkamal®**  
FURNITURE IDEAS